Year 11 | Issue 24
09 - 15 AUGUST 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ২৪
২৫ শ্রাবণ ১৪৩১
০২ মহররম ১৪৪৬হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

দীর্ঘ ১৫ বছরের দুঃশাসনের অবসান

শেখ হাসিনার পলায়ন

আশ্রয় দেয়নি যুক্তরাজ্য, অবস্থান করছেন ভারতে, ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র

- আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি- ড. মুহাম্মদ ইউনুস
- রক্তপাতের মাধ্যমে ক্ষমতা ধরে রাখতে চেয়েছিলেন
- দেশ ছাড়তে গিয়ে আটকে যাচ্ছেন মন্ত্রী-এমপিরা

দেশ ডেস্ক, ৯ আগস্ট ২০২৪ : সরকার পতনের এক দফা দাবির মুখে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়েছেন শেখ হাসিনা। তার পতনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত টানা ১৫ বছরের আওয়ামী দুঃশাসনের অবসান ঘটলো। বাংলাদেশের মানুষ স্বৈরাচারী শাসনমুক্ত হওয়ার আনন্দে উল্লসিত।

৫ আগস্ট সোমবার দুপুরে সামরিক বাহিনীর একটি হেলিকপ্টারে করে দেশ ছাড়েন তিনি। দেশ ছাড়ার আগে শেখ হাসিনা নয়াদিল্লির -- ১৮ নং পৃষ্ঠা ...

ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার

দেশ ডেস্ক : ৯ আগস্ট, ২০২৪ : শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বৃহস্পতিবার শপথ নিতে পারে। বুধবার (৭ আগস্ট) এক সংবাদ সম্মেলনে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, অন্তর্বর্ন্তীকালীন সরকারের সদস্য ১৫ জনের মতো হতে পারে। এদিকে দেশবাসীর উদ্দেশে এক বার্তায় ড. ইউনূস বলেছেন, 'কোনো প্রকার ভুলের কারণে আমাদের এই বিজয় যেন হাতছাড়া হয়ে না যায়।'

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর তিন দিন ধরে দেশে কার্যত কোনো সরকার নেই। ফলে বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দ্রুত অন্তর্বর্ন্তীকালীন সরকার -- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি কোয়ালিশনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা

‘কোনো এমপিই আজীবনের জন্য নয়’

দেশ ডেস্ক, ৬ আগস্ট ২০২৪: টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি কোয়ালিশন আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে। গত ২ আগস্ট শুক্রবার বিকেলে পুর্ব লন্ডনের নিউ রোডস্থ একটি রেস্টুরেন্টে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি কোয়ালিশন প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা আব্দুস শুকুর খালিসদারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ব্যারিস্টার আতাউর রহমান। এসময় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য সর্বজনাব মাওলানা শামসুল হক, সিরাজ হক, হাসান হক, রেহনুমা হাসিম রেখা ও জোসনা বেগম।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি কোয়ালিশন ঘোষণা করেছে যে তারা তাদের কমিউনিটি সংগঠনের কার্যক্রম চালিয়ে যাবে, যা তারা নির্বাচনী প্রচারের সময় গড়ে তুলেছিল।

২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচন দেখিয়ে দিয়েছে যে, এই ধরনের একটি প্ল্যাটফর্মের দরকার ছিল। ভোটার, স্বেচ্ছাসেবক এবং কমিউনিটির মানুষের একসাথে কাজ করার ফলে, এই এলাকার বর্তমান এমপির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান একসময়ে যে ৩৭ হাজারের বেশি ছিলো তা আজ মাত্র ১৫শতে নেমে এসেছে। রুশনারা আলীর ভোটব্যাংক-এ ধ্বংস নামিয়ে দিয়ে এই কমিউনিটির মানুষ দেখিয়ে দিয়েছে যে দলীয় রাজনীতির নামে অন্যায় করা চলবে না। এটি টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি কোয়ালিশনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি স্পষ্ট ম্যান্ডেট হিসাবে কাজ করবে।

লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয়, টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি কোয়ালিশন রুশনারা আলী এবং স্থানীয় লেবার পার্টির বিরুদ্ধে নির্বাচনী আইন ভঙ্গের অভিযোগ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে, ভোটারদের ভুল তথ্য দিয়ে প্রভাবিত করা এবং ভোটের দিন হোয়াইটচ্যাপেল রোডে ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করা।

এছাড়াও, স্থানীয় লেবার পার্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে রুশনারা আলীর নাম ব্যবহার করে একটি ইসলামফোবিক চিঠি ছড়ানো হয়েছে। এমনকি নির্বাচনের পর, মসজিদ এবং একজন ফিলিস্তিনের পক্ষের প্রতিবাদকারীকে ভুলভাবে উপস্থাপন করার অভিযোগও উঠেছে।

এই ঘটনাগুলোর প্রতিক্রিয়ায়, আমাদের কোয়ালিশন প্রমাণানী সংগ্রহ করছে এবং আইনি পরামর্শ নিচ্ছে যাতে বিষয়টি নির্বাচনী আদালতে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা তা বিবেচনা করা যায়।

সংবাদ সম্মেলনে আরো বলা হয়, আমাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বৃটিশ-বাংলাদেশী কমিউনিটির অধিকাংশ তরুণই ভোটার হিসাবে নিবন্ধিত নয়। এটি নতুন নির্বাচনী আইনের কারণে হয়েছে, যা প্রতি বছর ভোটারদের পুনরায় নিবন্ধন করতে বলে।আমরা অনেক তরুণকে দেখেছি, যারা ভোট দিতে চেয়েছিল, কিন্তু ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত ছিল না। আকস্মিক নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করায় ভোটার রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমাদের পক্ষে পর্যাপ্ত প্রচারণা চালানোও সম্ভব হয়নি । আর তাই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি।

এই কারণে, টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি কোয়ালিশন তাদের নির্বাচনী প্রচারণার সময় গড়েওঠা নেটওয়ার্কগুলিকে কাজে লাগিয়ে তরুণদের ভোটারকরণে কাজ করার পরিকল্পনা করছে। বিশেষ করে, ৩৫ বছরের কম বয়সী ভোটারদের লক্ষ্য করে প্রচারনা চালানো হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া এবং জাতিগত বৈষম্য এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেওয়া।

আমাদের সাথে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনারা অন্যায় এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দাঁড়িয়েছেন। আমরা আপনাদের নিয়ে গর্বিত। আমরা যখন বলেছিলাম ”আর কোনো এমপি আজীবনের জন্য নয়, তখন আমরা তা সত্যিই বলেছিলাম । নির্বাচনে আমরা আমাদের প্রার্থীর পক্ষে ১৪,৫০০ ভোট নিশ্চিত করে তা প্রমাণ করেছি। পরের বার যখন কেউ প্রশ্ন করবে টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি কোয়ালিশন কারা?, তখন আপনারা গর্বের সাথে বলতে পারবেন আমরা বেথনাল গ্রিন এন্ড স্টেপনি আসনের ১৪,৫০০ জন ভোটার। আমরা খুব ভোটার নিবন্ধন প্রচারণার কাজে আপনাদের সহযোগিতা চাই।

ইসলামী ব্যাংকে বিক্ষোভ অব্যাহত

অতিরিক্ত এমডির পদত্যাগ

দেশ ডেস্ক, ৯ আগস্ট ২০২৪ : ইসলামী ব্যাংকে শুরু হওয়া অস্থিরতা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৭ সালে ব্যাংকের মালিকানা পরিবর্তনের পর বাদ পড়া ও বঞ্চিত কর্মকর্তারা বুধবারও বিক্ষোভ করেছেন। বিক্ষোভের সময় তাঁরা ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) মুহাম্মদ কায়সার আলীকে পদত্যাগের জন্য চাপ দেন। পরে তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (এমডি) কাছে পদত্যাগ করে সেনাবাহিনীর নিরাপত্তায় রাজধানীর দিলকুশায় অবস্থিত ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ত্যাগ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে অস্থিরতা শুরু হয়। গত ০৬ আগস্ট মঙ্গলবার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। বিক্ষুব্ধ কর্মকর্তারা মালিকপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া বিশেষ সুবিধাভোগী কর্মকর্তাদের পদত্যাগের পাশাপাশি গত সাত বছরে যোগ দেওয়া কর্মকর্তাদের বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছেন।

জানা যায়, ২০১৭ সালে এস আলম গ্রুপ যখন ব্যাংকটির কর্তৃত্ব নেয়, তখন মুহাম্মদ কায়সার আলী ছিলেন চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ শাখা ব্যবস্থাপক। এস আলম গ্রুপও ব্যাংকটির ওই শাখার গ্রাহক। অল্প সময়ে তাঁকে একাধিক পদোন্নতি দিয়ে ব্যাংকের অতিরিক্ত এমডি করা হয়। ফলে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেকে তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। এসব কর্মকর্তার দাবি ছিল, মুহাম্মদ কায়সার আলী ব্যাংক থেকে বের হয়ে যান। চাপে পড়ে গতকাল তিনি পদত্যাগ করে ব্যাংক থেকে চলে যান।

এ ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকের বক্তব্য জানার জন্য যোগাযোগ করা হলেও কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ব্যারিস্টার সুমন এখন কোথায়?

দেশ ডেস্ক, ৯ আগস্ট ২০২৪ : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন। কোথাও তিনি নেই। ফেসবুক, হোয়াটসআপ, মোবাইল ফোনে তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। বুধবার ব্যারিস্টার সুমনের এক ঘনিষ্ঠজন এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, সবশেষ ৫ আগস্ট সকালে ব্যারিস্টার সুমনের সঙ্গে কথা হয়। তিনি ছাত্র আন্দোলন কোন দিকে যাচ্ছে সে ব্যাপারে কথা বলছিলেন। কিন্তু শেখ হাসিনার দেশ ছেড়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে যাওয়ার পর থেকে তার মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

কোনো নির্দিষ্ট দলের ক্ষমতার জন্য ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান হয়নি : আসিফ মাহমুদ

ঢাকা, ৯ আগস্ট ২০২৪ : কোনো নির্দিষ্ট দল কিংবা গোষ্ঠীর ক্ষমতার আকাক্ষা চরিতার্থ করার জন্য ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়নি বলে জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ।

বুধবার (৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে পাঠানো এক বার্তায় এ কথা বলের তিনি। তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার এই গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে মেরামত করে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করার জন্য। গণ-অভ্যুত্থানে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব হবে ছাত্র নাগরিকের আশা-আকাক্ষার বাস্তবায়ন করা। কোনো নির্দিষ্ট দল কিংবা গোষ্ঠীর ক্ষমতার আকাক্ষা চরিতার্থ করার জন্য নয়।

আসিফ মাহমুদ বলেন, ছাত্র-জনতার প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা ও দাবি অনুযায়ী রাষ্ট্র মেরামত না হওয়া পর্যন্ত ছাত্র-জনতা সতর্ক ও সজাগ আছে এবং থাকবে।

তিনি বলেন, যেকোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক উস্কানি, জনগণের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন ও বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত আছে ও জনগণের সাথে থেকে কাজ করে যাচ্ছে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধ করেছি আমরা, এখন আবার দায়িত্ব নিয়ে সেই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিও নিরাময় করছি। ভলান্টারি এক্টিভিটির মাধ্যমে দেশের দায়িত্ব নেয়া ছাত্র-জনতাকে স্যালুট জানাই।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

ইলিয়াস আলী সম্পর্কে লোমহর্ষক তথ্য দিলেন পুলিশের এসআই

সোশ্যাল মিডিয়া ডেস্ক, ৯ আগস্ট ২০২৪ : সিলেট বিভাগীয় বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস আলীকে নৃশংস কায়দায় হত্যা করা হয়েছে। তাকে স্পিডবোটে করে পতেঙ্গা সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে তার মুখে পলিথিন পেঁচিয়ে হত্যা করা হয়। এরপর ছুরি দিয়ে তাঁর পেট কেটে ছিদ্র করে পাথর বেঁধে সাগরে ফেলে দেওয়া হয়- এমন লোমহর্ষক তথ্য দিয়েছেন পুলিশের এক সাবেক এসআই।

মাসুদ রানা নামে পুলিশের ওই এসআই বুধবার ফেসবুকে লাইভে এসে ইলিয়াস আলীকে হত্যার ঘটনার এমন বর্ণনা দেন। তার ওই ভিডিওটি মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে পড়ে। মাসুদ রানা ২০১৪ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত র‍্যাবের সদর দপ্তরে

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

আয়না ঘর থেকে মুক্ত হলেন আযমী-আরমান

দেশ ডেস্ক : ৯ আগস্ট, ২০২৪ : আট বছর পর কথিত বন্দিশালা 'আয়না ঘর' থেকে মুক্ত হয়েছেন সাবেক সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (বরখাস্ত) আবদুল্লাহিল আমান আযমী ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আহমাদ বিন কাসেম (আরমান)। গত ৬ আগস্ট ভোরে তারা নিজ নিজ বাসায় ফেরেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

এদিকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীও তাদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট দিয়ে আবদুল্লাহিল আমান আযমী ও আহমাদ বিন কাসেমের মুক্ত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করে। আবদুল্লাহিল আমান আযমী জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর প্রয়াত গোলাম আযমের ছেলে। আর আহমাদ বিন কাসেম একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াতের সাবেক কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য মীর কাসেম আলীর ছেলে।

২০১৬ সালের ৯ই আগস্ট আহমদ বিন কাসেম (আরমান)

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

IFIC MONEY UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

50% DISCOUNT ON FEE
When you will use promo code 'DESH'

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY
Authorised

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে আগুনের বিচার একদিন হবেই: কাদের সিদ্দিকী

ঢাকা, ৭ আগস্ট : "এই ধ্বংস ভবিষ্যতে বাঙালি জাতির ইতিহাসে জাতির জন্য একটি কলঙ্ক হয়ে থাকবে। বঙ্গবন্ধু যুগ যুগ জীবিত থাকবে, তার সম্মান যুগ যুগ থাকবে।"

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে বিদেশে চলে যাওয়ার পর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে আগুন দেওয়া হয়। এতে পুড়ে যায় সব কিছু।

ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে হামলা আগুন দেওয়ার ঘটনা বাঙালি জাতির জন্য 'কলঙ্কজনক অধ্যায়' হয়ে থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি আবদুল কাদের সিদ্দিকী।

যারা এটা করেছে তাদের 'বিচার একদিন হবেই' বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

গত সোমবার প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে শেখ হাসিনা দেশ ত্যাগের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য গুঁড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরেও হামলা করা হয়।

ভবনটিতে আগুন দিয়ে সব পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। চার দেয়াল ছাড়া সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। পুড়ে গেছে তিনতলা বাড়ির প্রতিটি কক্ষ। জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে ভবনের সামনের দিকে শ্রদ্ধা নিবেদনের অংশে রাখা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিও।

আগুন নেভাতে আসতে পারেনি ফায়ার সার্ভিসও। পরদিন সেই বাসা থেকে চারটি পোড়া মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মঙ্গলবার ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাসভবনের সামনে চারটি পোড়া মরদেহ পাওয়া যায়।

দুইদিন পর বুধবার ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে আসেন মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী টাঙ্গাইলের খ্যাতনামা কাদেরিয়া বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া কাদের সিদ্দিকী।

তিনি বলেন, "আসলে দেশে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে, আমি ছাত্রদের এই সফল আন্দোলনকে অভিনন্দন জানাই।"

বঙ্গবন্ধু আর শেখ হাসিনা এক কথা নন উল্লেখ করে তিনি বলেন, "বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা, স্বাধীনতার মহানায়ক।"

কাদের সিদ্দিকী বলেন, "আজকে ৩২ নম্বরের বাড়ি যেভাবে ভাঙতে, পুড়তে, ধ্বংস হতে দেখলাম, তার আগে আমার মৃত্যু হলে অনেক ভালো হত। নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগ অন্যায় কাজ

করেছে অনেক। শেখ মুজিব কিছু করে নাই। তিনি বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করেছেন। আজকের এই ধ্বংস ভবিষ্যতে বাঙালি জাতির ইতিহাসে জাতির জন্য একটি কলঙ্ক হয়ে থাকবে।

"বঙ্গবন্ধু যুগ যুগ জীবিত থাকবে, তার সম্মান যুগ যুগ থাকবে। যারা এই অপকর্ম করছে তাদের বিচার একদিন না একদিন হবেই।"

বুধবার ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুড়িয়ে দেওয়া বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শনে যান কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের নেতা আবদুল কাদের সিদ্দিকী।

আওয়ামী লীগ করা 'দোষের নয়', মন্তব্য করে তিনি বলেন, "কোনো আওয়ামী লীগারের গায়ে হাত দেবেন না। দেশে শান্তি স্থাপন করুন। আপনারা জয় তিলক কপালে পরুন। আমি চাই, এখন থেকে দেশে একটা শান্তি আসুক।"

শেখ হাসিনা চলে যাওয়ায় দেশে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের কী হবে এমন প্রশ্নে জনতা লীগের নেতা বলেন, "আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কিছু হবে না। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর যে বিপর্যয় এসেছিল, এটা তার চাইতে বড় বিপর্যয় নয়। কিছুটা সময় তাদের ভয় যাবে, কষ্ট যাবে। কিন্তু এটা একেবারে কিয়ামত হয়ে যাবে না।"

সারা দেশে মানুষের বাড়ি ঘরে অগ্নিসংযোগ লুটপাট হত্যার ঘটনা নিয়ে এক প্রশ্নে তিনি বলেন, "আমি সকল ছাত্র নেতৃবৃন্দকে বলব, দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন। সংখ্যালঘুদের জীবন রক্ষা করুন।

"ছাত্র নেতৃবৃন্দকে বলছি, দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা এখন তাদের সব থেকে বড় দায়িত্ব এবং সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে না, এটাই আমি আশা করি।"

ড. ইউনূসকে দ্রুত ফেরার আহ্বান

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে বেছে নেওয়া ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে দ্রুত দেশে ফেরার আহ্বান জানিয়ে কাদের সিদ্দিকী বলেন, "তাকে তত্ত্বাবধায়কের বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান করা হয়েছে, তাকে অভিনন্দন জানাই এবং তার এখন এক মুহূর্তে প্যারিসে বসে থাকা ঠিক মনে হয় না।"

"দেশে শান্তি শৃঙ্খলা না আনতে পারলে তারও পরিণতি এ রকম হবে। সে জন্য আমি সবাইকে ধৈর্য ধরতে বলছি, সবাইকে। নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকতে বলছি।"

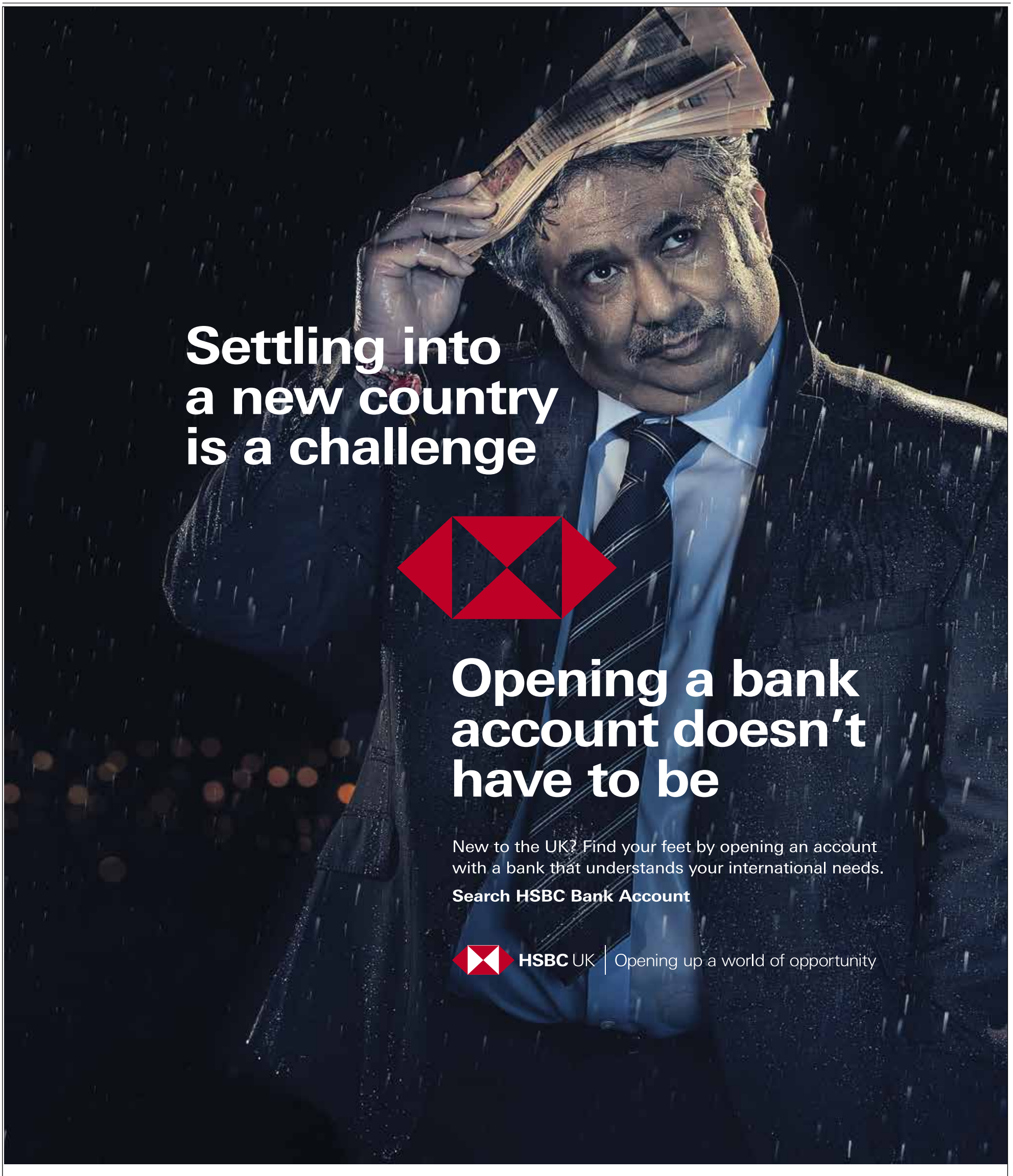

Aged 18 or older only. Eligibility criteria applies.
Issued by HSBC UK Bank plc, 1 Centenary Square, Birmingham, B1 1HQ, United Kingdom. ©HSBC Group 2024. AC65124

CURRENT ACCOUNT SWITCH GUARANTEE

আইজিপির দুঃখপ্রকাশ ঃ পুলিশ সদস্যদের যোগদানের নির্দেশ

নয়া আইজিপি ময়নুল ইসলাম সম্পর্কে যা জানা গেল

ঢাকা, ৭ আগস্ট : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ ঘিরে পুলিশের ভূমিকার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন পুলিশের নবনিযুক্ত মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. ময়নুল ইসলাম। এই আন্দোলন ঘিরে সংঘর্ষ-সহিংসতায় যেসব ছাত্র, সাধারণ মানুষ ও পুলিশ সদস্য হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, তার প্রতিটি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

একইসঙ্গে আইনে অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পুলিশকে একটি পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ময়নুল ইসলাম। বৃহস্পতিবারের মধ্যে সব পুলিশ সদস্যকে কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আইজিপি বলেছেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সকল মেট্রোপলিটন, জেলা, নৌ, রেলওয়ে ও হাইওয়ে থানার কর্মকর্তা ও ফোর্সকে স্ব-স্ব পুলিশ লাইন্সে যোগদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার আইজিপি পদে চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করে সরকার। একইসঙ্গে মো. ময়নুল ইসলামকে নতুন আইজিপি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। বুধবার দায়িত্ব বুঝে নিয়ে পুলিশ সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন ময়নুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'দেশের প্রয়োজনে যেকোনো সংকটময় মুহূর্তে পুলিশ সব সময় সর্বোচ্চ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু বর্তমান বৈষম্যবিরোধী যৌক্তিক আন্দোলনে আমাদের পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ দেশবাসীর প্রত্যাশা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। এজন্য বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে আমি পুলিশ প্রধান হিসেবে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমরা এখন থেকে আমাদের ওপর অর্পিত আইনি সকল দায়িত্ব পালনে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। পুলিশের আইজিপি হিসেবে আমাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।'

ময়নুল ইসলাম বলেন, 'প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতি ফিরিয়ে আনতে আমরা সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট রয়েছি। আপনাদের সুচিন্তিত মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি দক্ষ, জনবান্ধব, প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক ও জবাবদিহিমূলক পেশাদার পুলিশ সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

এই ঘটনার জন্য পুলিশের কিছু কর্মকর্তা দায়ী বলে মনে করেন নবনিযুক্ত আইজিপি ময়নুল ইসলাম। তিনি

বলেন, 'আমাদের কতিপয় উচ্চাভিলাসী, অপেশাদার কর্মকর্তার কারণে এবং কর্মকৌশল প্রণয়নে বলপ্রয়োগের স্বীকৃত নীতিমালা অনুসরণ না করায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। নেতৃত্বের ব্যর্থতায় আমাদের অনেক সহকর্মী আহত, নিহত ও নিগৃহীত হয়েছেন।'

মানবাধিকার লঙ্ঘন করা উচ্চাভিলাসী কর্মকর্তাদের শাস্তির আওতায় আনা হবে কি না–সাংবাদিকদের এমন এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে। সেগুলোর ক্ষেত্রে যারা এমন করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রবিধানসহ অন্যান্য যেসব আইন ও চাকরিবিধি রয়েছে সেগুলোর আলোকে প্রশাসনিক এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।'

পুলিশ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে নবনিযুক্ত আইজিপি বলেন, 'এই সন্ধিক্ষণে আমি আপনারা (সকল পুলিশ সদস্য) দেশ ও জাতির প্রয়োজনে শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য হিসেবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করুন। আপনাদের জীবনমানের উন্নয়ন এবং সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে আমরা সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

কে এই নয়া আইজিপি ময়নুল?

জানা গেছে, ১৯৯১ সালের জানুয়ারিতে ১২তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচে সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন ময়নুল ইসলাম। চাকরি জীবনে একসময় তিনি র‍্যাবেও কাজ করেছেন তিনি। বেশ কয়েকজন অতিরিক্ত আইজিপিকে ডিঙিয়ে ময়নুলকে দায়িত্ব দেয়া হলেও সিভিল সার্ভিস ক্যাডারে জ্যেষ্ঠতা বিবেচনায় অনেকের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন তিনি।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের ডিআইজি পদমর্যাদার ১৪ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়ে পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (অতি. আইজিপি) করা হয়। তাদের মধ্যে সুপারনিউমারারি (সংখ্যাতিরিক্ত পদ) পদে অতিরিক্ত আইজিপি হিসেবে পদোন্নতি পান ৫৮ বছর

দুটি স্যুটকেসে কী নিয়ে দেশ ছেড়েছেন শেখ হাসিনা

ঢাকা, ৭ আগস্ট : ছাত্র ও জনতার বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে গেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার অনেকটা হঠাৎ করেই ক্ষমতা ছেড়ে চলে যেতে হয় তাকে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'এনডিটিভি ইন্ডিয়া' এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে জানাচ্ছে, শেখ হাসিনা দু'টি স্যুটকেস নিয়ে বাংলাদেশ ছেড়েছিলেন। এ ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে আনতে পারেননি তিনি। ওই স্যুটকেসগুলোতে ছিল কিছু পোশাক ও জরুরি নথিপত্র।

শেখ হাসিনার সম্পত্তির পরিমাণ কত, সেই হিসাবও তুলে ধরা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে।

চলতি বছরের বাংলাদেশের নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনকে সম্পত্তির হিসাব দিয়েছিলেন হাসিনা। 'এনডিটিভি ইন্ডিয়া'র ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হিসাব অনুযায়ী শেখ হাসিনার ৪ কোটি ৩৬ লাখ টাকার সম্পত্তি রয়েছে।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH দেশ
বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS
We are registered licence holder in public practice

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE
Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk
Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services
1st time buyer Mortgage
বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।
মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা
Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

baRakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।
প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)
App Store Google play
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487
TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

হাসিনা যেখানে খুশি যাক, ভারতে না এলেই হলো!

বিবিসি বাংলা প্রতিবেদন, ৭ আগস্ট : সোমবার বিকেলে যখন শেখ হাসিনার গতিবিধি নিয়ে তখনো চরম অনিশ্চয়তা, ঢাকায় ভারতের হাই কমিশনার ছিলেন এমন একজন সাবেক শীর্ষস্থানীয় কূটনীতিবিদকে মেসেজ করেছিলাম, শেখ হাসিনা হেলিকপ্টারে ঢাকা ছেড়েছেন জানতে পারছি, আপনি কিছু শুনেছেন?

সাথে সাথে তিনি সংক্ষিপ্ত জবাব দেন, যেখানে খুশি যান, ভারতে না এলেই হলো!

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সঙ্কটের জেরে শেখ হাসিনাকে ভারতে পালিয়ে আসতে হলে সেটা নিয়ে যে দিল্লিতেই একটা প্রবল দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করবে, তা তার ওই মন্তব্যেই স্পষ্ট ছিল।

দিল্লির থিঙ্কট্যাঙ্ক আইডিএসএ-র সিনিয়র ফেলো তথা বাংলাদেশ গবেষক স্মৃতি পট্টনায়ক এই কথাটাই আবার বলছেন একদম চাঁছাছোলা ভঙ্গীতে।

এদিন একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি শেখ হাসিনা যদি ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় চান, তাহলেও ভারতের উচিৎ হবে না সেটা মঞ্জুর করা।

ড: পট্টনায়ক যুক্তি দিচ্ছেন, বাংলাদেশে সম্প্রতি সরকারের বিরুদ্ধে যে তীব্র আন্দোলন হয়েছে তার একটা স্পষ্ট মাত্রা ছিল ভারত বিরোধিতা।

ভারতকে যেহেতু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা সরকারের সবচেয়ে বড় সমর্থক হিসেবে দেখা হত, তাই হাসিনা বিরোধিতার আন্দোলনে স্বভাবতই মিশে ছিল ভারত-বিরোধিতার উপাদান।

তিনি বলেন, এই পটভূমিতে ভারত যদি তাকে এখন রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়, সেটা একটা ভুল বার্তা দেবে এবং বাংলাদেশের ভেতরে ভারত বিরোধিতাকে আরো উসকে দেবে।

ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক শ্রীরাধা দত্ত আবার যুক্তি দিচ্ছেন, ১৯৭৫-এ যে পটভূমিতে শেখ হাসিনাকে ইন্দিরা গান্ধী সরকার ভারতে আশ্রয় দিয়েছিল তার চেয়ে এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। তখন যেটা সম্ভব ছিল, এখন সেটা সম্ভব নয়। ওই সময়কার মতো শেখ হাসিনাকে তো আর পান্ডারা রোডের একটা ফ্ল্যাটে কার্যত কোনো নিরাপত্তা ছাড়াই রাখা যাবে না, এখন সম্পূর্ণ অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা তসলিমা নাসরিনও নন যে দিল্লি পুলিশের পাহারায় শহরের কোনো ফ্ল্যাটে তাকে রাখা যাবে। আর এই সিদ্ধান্তের 'জিওপলিটিক্যাল রিস্ক'-টাও অনেক বেশি, সেটাও মাথায়

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জানমাল, উপাসনালয় ও ঘরবাড়ি রক্ষার আহ্বান জামায়াতের

ঢাকা, ৭ আগস্ট : চলমান পরিস্থিতিতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জানমাল, উপাসনালয় ও ঘরবাড়ি রক্ষার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

বুধবার (৭ আগস্ট) আমিরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের এক সভায় এ আহ্বান জানানো হয়।

সভাপতির বক্তব্যে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, 'ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে স্বৈরশাসকের পতন হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জাতিকে জুলুম ও নির্যাতনের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন। সে জন্য আল্লাহর দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া জানাই, আলহামদুলিল্লাহ।'

তিনি বলেন, 'এখন দেশ গড়ার কাজ শুরু করতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রক্রিয়া এখনো শেষ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে দুষ্কৃতিকারীরা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ছাত্র-জনতা ও আপামর দেশবাসীর প্রতি আমরা বারবার আহ্বান জানিয়ে আসছি কোনো দুষ্কৃতিকারী যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে না পারে, সে জন্য সবাইকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ওপর কোনো ধরনের হামলা যাতে না হয়, সে বিষয়ে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রশিবির এবং সকল রাজনৈতিক দলসহ জনগণকে পাহারাদারের ভূমিকা পালন করতে হবে। ইতোমধ্যেই জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির দেশের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জানমাল, উপাসনালয় ও ঘরবাড়ি রক্ষায় পাহারা দিচ্ছে। এই পাহারা আরো জোরদার করতে হবে।'

তিনি বলেন, 'অবিলম্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে দেশের প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। কোনো ধরনের উস্কানিতে পা না দিতে আমরা সকল রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। রাষ্ট্রীয় সম্পদ দেশের জনগণের সম্পদ। এ সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি যেন কেউ করতে না পারে, সে জন্য সবাইকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।'

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নায়েবে আমির ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ও ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো: তাহের, সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এ টি এম মা'ছুম, মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, হামিদুর রহমান আযাদ, মাওলানা আবদুল হালিম, অ্যাডভোকেট মোয়াযযম হোসাইন হেলাল, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন, মতিউর রহমান আকন্দ ও অধ্যক্ষ সাহাবুদ্দিন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির নূরুল ইসলাম বুলবুল, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির সেলিম উদ্দিন এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন ও জনাব আবদুর রব।'

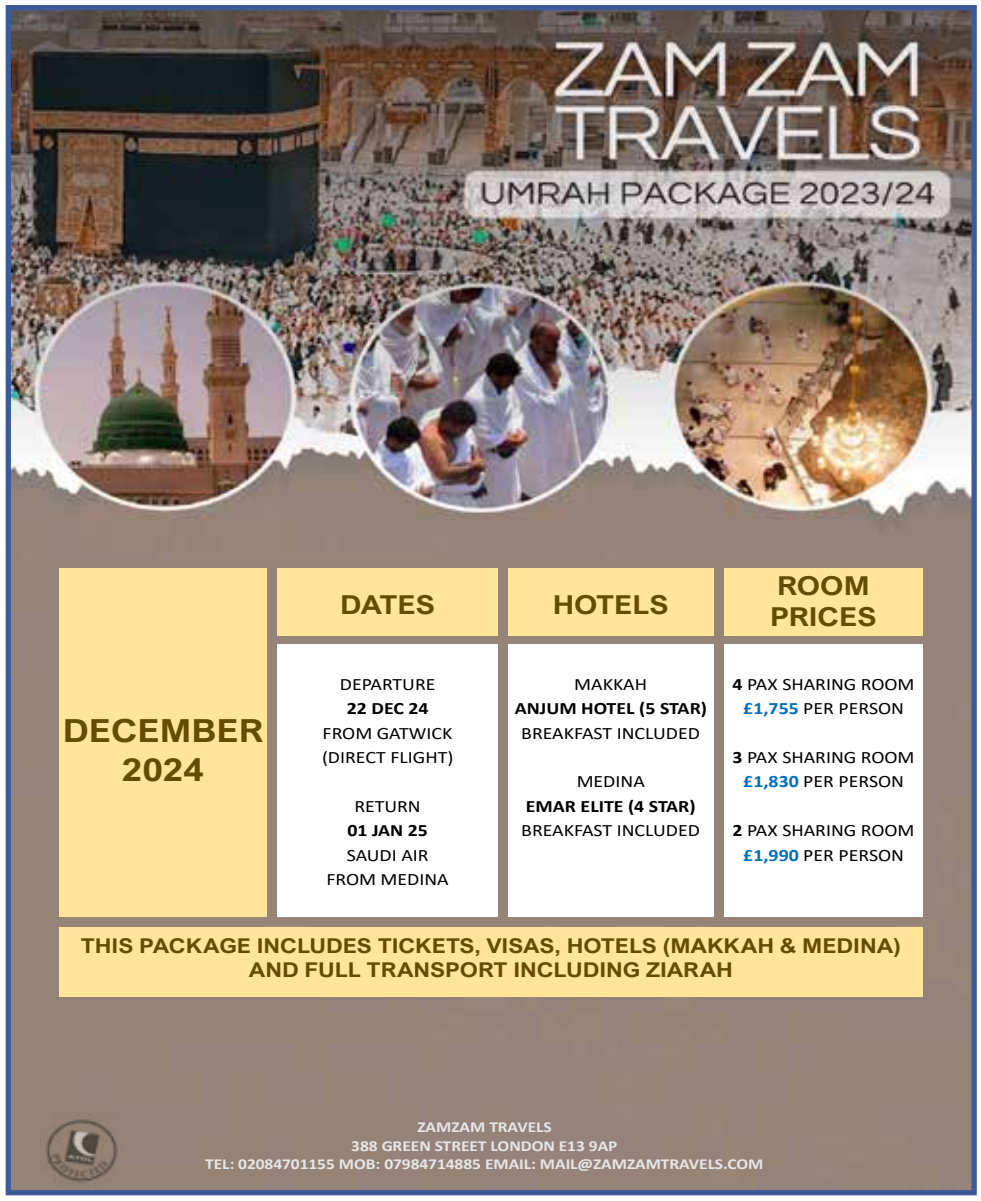

গণভবন ও সংসদ থেকে নেওয়া জিনিসপত্র ফেরত দিচ্ছেন কেউ কেউ

ঢাকা, ৭ আগস্ট : সংসদ ভবনের ফটকের সামনে কয়েকজন শিক্ষার্থী দাঁড়ানো। একজনের হাতে প্ল্যাকার্ড। তাতে লেখা 'এখানে গণভবন ও সংসদ ভবনের জিনিসপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে।'

আজ বুধবার সকাল থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা জানান, গণভবন ও সংসদ ভবন থেকে নিয়ে যাওয়া দুটি চেয়ার, একটি প্রিন্টার ও ওয়াকিটকি, কিছু বই ও খেলনাসহ বেশ কিছু সামগ্রী লোকজন ফেরত দিয়ে গেছেন।

গত সোমবার ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেন। তাঁর পদত্যাগের পর প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনে ঢুকে পড়েন অসংখ্য মানুষ। একইভাবে জাতীয় সংসদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েও লোকজন ঢুকে পড়েন। জিনিসপত্র যা ছিল, তা নিয়ে যান।

গণভবন ও সংসদ ভবন দেখতে গতকাল মঙ্গলবারও হাজারো উৎসুক মানুষের ভিড় ছিল। তবে আজ তেমন ভিড় দেখা যায়নি। কিছু মানুষ উপস্থিত হলেও ভেতরে প্রবেশ করতে পারেননি। এসব স্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছেন সেনাবাহিনী ও প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের (পিজিআর) সদস্যরা। তাঁদের সহযোগিতায় কাজ করছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

গণভবন এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, দেয়ালের ভাঙা অংশ দিয়ে সাধারণ মানুষের প্রবেশ ঠেকাতে কাঠবোর্ড, স্টিলের আলমারি, রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের ব্যবহৃত লোহার ব্যারিকেড, টিন, তক্তা প্রভৃতি দিয়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে। কোথাও কোথাও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। ভাঙা অংশে অস্থায়ী প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি পিজিআর কিংবা সেনাসদস্যরা দায়িত্ব পালন করছিলেন।

পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মিরপুর ১২ নম্বর থেকে গণভবন দেখতে এসেছিলেন লিয়াকত আলী। তিনি দায়িত্বরত লিয়াকত প্রথম আলোকে বলেন, 'গণভবনের ভেতরটা কেমন দেখার ইচ্ছা ছিল। টিভিতে দেখলাম অনেকেই ঢুকেছে। তাই এসেছিলাম। সংসদ ভবনেও ঢোকার ইচ্ছা ছিল।' তবে সেনাসদস্যরা কাউকেই ভেতরে প্রবেশ করতে দেননি।

সংসদ ভবন এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে সংসদের দক্ষিণ প্লাজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশের দুটি ফটকেই কড়া নিরাপত্তা। মূল ফটকে সেনাবাহিনী ও আনসার সদস্যরা রয়েছেন। এর কিছুটা আগে শিক্ষার্থীরা উৎসুক মানুষকে আটকানোর কাজ করছেন। নিরাপত্তা গলে কেউই ভেতরে প্রবেশ করতে পারছেন না।

দক্ষিণ প্লাজার ফটকের সামনে লুট হওয়া জিনিসপত্র ফেরত নিচ্ছিলেন শিক্ষার্থীরা। তাঁদের একজন তেজগাঁও কলেজের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী জোবায়দুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, 'আমরা ভোর ছয়টার পর থেকে এখানে দাঁড়িয়েছি। বেশ কিছু সামগ্রী ফেরত দিয়ে গেছেন লোকজন।'

জিনিসপত্র ফেরত দেওয়ার সময় লোকজন কী বলেছেন, জানতে চাইলে জোবায়দুর বলেন, 'লোকজন বলছেন, তাঁরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে এসব নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে বিষয়টি বুঝতে পেরে ফেরত দিয়েছেন।'

তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, মূল ফটকের কিছুটা দূর থেকেই ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে। ব্যারিকেডের পেছনে সেনাবাহিনী ও পিজিআর সদস্যরা পাহারা দিচ্ছেন। কার্যালয়ের ভেতর থেকে বের করে আনা টেবিল, চেয়ার ও অন্যান্য বিভিন্ন জিনিসপত্র ফটকের কাছেই স্তূপ করে রাখা।

ড. ইউনূসের সাজা বাতিল

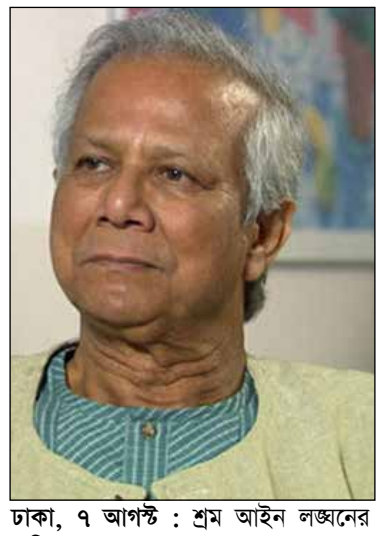

ঢাকা, ৭ আগস্ট : শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় নোবেল জয়ী ড. ইউনূসের ৬ মাসের সাজা বাতিল করেছেন শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল।

বুধবার (৭ আগস্ট) শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের বিচারক এম এ আউয়াল এ আদেশ দেন। আদালতে ড. ইউনূসের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন।

চলতি বছরের ১ জানুয়ারি শ্রম আইন লঙ ঘনের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ চারজনকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন আদালত।

ঢাকার শ্রম আদালতের বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানা এ রায় ঘোষণা করেন। এ মামলায় অন্য আসামিরা হলেন গ্রামীণ টেলিকমের এমডি আশরাফুল হাসান, পরিচালক নুরজাহান বেগম ও মো: শাহজাহান। তাদেরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে প্রত্যেককে ৩০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।

ড. ইউনূসসহ আসামিদের শ্রম আইনের ৩০৩ (ঙ) ধারায় সর্বোচ্চ ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১০ দিনের কারাদণ্ড দেয়া হয়। অপরদিকে ৩০৭ ধারায় ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেন আদালত।

গত বছরে ২৪ ডিসেম্বর শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে করা মামলায় নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ চারজনের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ হয়। সেদিন মামলায় রায় ঘোষণার জন্য ১ জানুয়ারি (আজ) দিন ধার্য করা হয়।

২০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শক আরিফুজ্জামান ড. ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে এ মামলা করেন। মামলায় শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে নির্দিষ্ট লভ্যাংশ জমা না দেয়া,

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
IATA Biman BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR KUWAIT Emirates
Hotline 0207 790 1234 0207 790 9888
Mobile 07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro
Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
Address: 319 Commercial Road, London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888, 020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only: 07424 670198,07908 854321
Phone & Whatsapp: +880 1313 088 876, +880 1313 088 877
We are Open 7 Days a Week 10 am to 8 pm
For More Information kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন
ASADUZZAMAN FAKHRUL ISLAM SAYED HASAN SALAH UDDIN SUMON
Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং
132 Cavell Street London E1 2JA | T : 0208 077 5079 F : 0208 077 3016 | www.lawmaticsolicitors.com info@lawmaticsolicitors.com

প্রতিহিংসা নয়, ভালোবাসা দিয়ে নতুন সমাজ গড়ে তুলুন : বেগম খালেদা জিয়া

ঢাকা, ৭ আগস্ট : বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, 'গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ পুনঃনির্মাণ করতে হবে। তরুণদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও শোষণহীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে হবে। আসুন প্রতিহিংসা নয়, ভালোবাসা দিয়ে নতুন সমাজ গড়ে তুলি।'

বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে রাজধানীর একটি হাসপাতাল থেকে নয়াপলটনে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত সমাবেশে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন বেগম জিয়া। বক্তব্যের শুরুতে বিএনপি নেত্রী বলেন, 'আবার আপনাদের সামনে কথা বলতে পেরে শুকরিয়া আদায় করছি। দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে। এ বিজয় বাংলাদেশের নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে।'

বিকেল পৌনে ৩টার দিকে নয়াপলটনে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের অস্থায়ী মঞ্চে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এ সমাবেশের কার্যক্রম শুরু হয়। সমাবেশ শুরুর পরপরই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থী এবং রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সভাপতিত্বে আয়োজিত ওই সমাবেশের শুরুতেই বক্তব্য রাখেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তারেক রহমান।

ব্রিফিংয়ে সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান

ড. ইউনূস একটি সুন্দর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে যাবেন

ঢাকা, ৭ আগস্ট : নোবেলজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি বলেছেন, আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) রাত আটটার দিকে নতুন উপদেষ্টা পরিষদের শপথ আয়োজন হতে পারে। উপদেষ্টা পরিষদ ১৫ সদস্যের মতো হতে পারে।

বুধবার সেনাসদরে এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূস আমাদের সুন্দর একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন।

সেনাপ্রধান বলেন, কিছুক্ষণ আগে ড. ইউনূসের সঙ্গে কথা হয়েছে। উনার সঙ্গে কথা বলে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমার কাছে মনে হয়েছে তিনি এই কাজটা (উপদেষ্টা) করতে অত্যন্ত আগ্রহী। আমি নিশ্চিত তিনি আমাদের সুন্দর একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন এবং এ কাজে আমরা উপকৃত হব।

তিনি বলেন, আমি দেখছি শিক্ষার্থী ও স্বেচ্ছাসেবকরা খুব ভালো কাজ করছে।

রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ ছিল না, তারা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছেন, রাস্তা পরিষ্কার করছেন, যেসব স্থাপনায় ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে, সেগুলো পরিষ্কার করছেন। আমি তাদের অনুরোধ করব তারা যেন এই ভালো কাজ চালিয়ে যায়।

তিনি বলেন, গত কয়েকদিনে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা অনাকাঙ্ক্ষিত। এসব ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত এবং বিব্রত। আমরা চেষ্টা করছি।

কয়েক দিনের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে। সহিংসতার ঘটনায় যে বা যারা জড়িত তাদের সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।

তিনি বলেন, অনেক ধরনের গুজব চলছে। জনগণকে বলবো এসবে কান না দিতে। আমরা একটি চমৎকার পরিবেশ তৈরি করব। দয়া করে কেউ এসব গুজব ছড়াবেন না। তিনি বলেন, পুলিশ সদস্যরা এখন কাজে নেই। এ কারণে শূন্যতা তৈরি হয়েছে। এটা তিন বাহিনী দিয়ে পুরোটা পুরন করা সম্ভব না।

আমাদের একটাই পরিচয় আমরা বাংলাদেশি- তারেক রহমান

ঢাকা, ৭ আগস্ট : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, আমাদের একটাই পরিচয় আমরা বাংলাদেশি। বুধবার বিকেলে ঢাকার নয়াপলটনে বিএনপির সমাবেশে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ মন্তব্য করেন তিনি।

তারেক রহমান বলেন, দেশের চলমান অর্জনকে নষ্ট করতে ষড়যন্ত্র চলছে। ধর্ম বর্ণ পরিচয় এর ঊর্ধ্বে উঠে সকলকে নিরাপত্তা দিতে হবে। যে যেখানে বসবাস করছে সেখানে ধর্মীয় পরিচয় যাইহোক না কেন সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঢাল হিসেবে দাঁড়িয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে সকল জনগণের পরিচয় একটি সবাই বাংলাদেশী।

তিনি বলেন, হাজারও শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতাকে কালিমা লেপন করতে ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে। সারাদেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির ষড়যন্ত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রশাসনের প্রতি আহ্বান, শক্ত হাতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করুন। প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। ধর্ম, বর্ণ কিংবা কোন পরিচয়ে কারণে কেউ যেন নিরাপত্তাহীনতায় না থাকে সবার আগে সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ স্বাধীনতার রক্ষায় কোন শর্ত মানে না। ছাত্র জনতার আন্দোলনের ফলে ২০২৪ সালে দেশের জনগণ দেখেছে এক নতুন স্বাধীনতা।

পুলিশ জনগণের শত্রু নয় উল্লেখে করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, বিনা ভোটে নির্বাচিত শেখ হাসিনা পুলিশকে জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে। শেখ হাসিনা পালানোর পর একটি চক্র পুলিশের মনোবল ভাঙতে চেষ্টা চালাচ্ছে। দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে।

তিনি বলেন, বিএনপির নামে কেউ যদি অপকর্ম করতে চায় তাকেও আইনের হাতে তুলে দিন। কেউ যদি নিয়ম ভঙ্গ করে তার বিরুদ্ধেও পুলিশের কাছে অভিযোগ করুন। কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। বিচারের ভার দয়া করে নিজ হাতে তুলে নেবেন না। সমালোচনা বা নৈরাজ্যের সমাধান নৈরাজ্য হতে পারে না। প্রশাসনকে সময়োপযোগী করে গড়ে তোলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নিয়োগ বা প্রমোশনে মেধা স্বাধিকার অগ্রাধিকার থাকতে হবে দাবি করে তারেক রহমান বলেন, উন্নয়নে বৈদেশিক নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে। দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকার সমস্যা সমাধান করতে হবে। সবার জন্য সুবিচার নিশ্চিত করতে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা স্থানান্তর করতে হবে।

কাশিমপুর কারাগারে 'বিদ্রোহের' সময় পালাল ২০৯ বন্দি, গুলিতে নিহত ৬

ঢাকা, ৭ আগস্ট : তুমুল গণ আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনার পতনের পর সারাদেশে অস্থিরতা ও সহিংসতার মধ্যে গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে 'বিদ্রোহের সময়' দেয়াল টপকে ২০৯ বন্দি পালিয়ে গেছেন। এ সময় নিরাপত্তা কর্মীদের গুলিতে ছয়জন নিহত হয়েছেন বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

বুধবার বিকালে কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার সুব্রত কুমার বালা বলেন, মঙ্গলবার বিকালে কারা অভ্যন্তরে 'বিদ্রোহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে' দেয়াল টপকে বন্দিদের মধ্যে ২০৯ জন পালিয়ে গেছেন। এ সময় নিরাপত্তাকর্মীদের গুলিতে ছয়জনের মৃত্যু হয়।

নিহতরা হলেন- নওগাঁর মান্দা উপজেলার কাঞ্চনপুর এলাকার আব্দুল সালাম সরদারের ছেলে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসলাম হোসেন (২৭), জয়পুরহাটের রইস উদ্দিনের ছেলে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আফজাল হোসেন (২৭), মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ থানার রামেশ্বরপুর এলাকার মো. মকবুল মিয়ার ছেলে ইমতিয়াজ (২৭), মৃত সীতারামের ছেলে রাধে শ্যাম (৬৭), টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার স্বপন শেখ (৪৫) এবং জাকির হোসেনের ছেলে জিন্নাহ (২৯)। তারা সবাই কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কারাগারে বন্দি ছিলেন।

সিনিয়র জেল সুপার বলেন, "মঙ্গলবার বিকালে কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে থাকা বন্দিরা বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহের সময় বন্দিরা কারাগার ভেঙে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কারারক্ষীরা তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলে বন্দিরা তাদের ওপর চড়াও হয়। বন্দিরা দেয়াল ভেঙে, দেয়াল টপকে, দেয়ালের সঙ্গে বিদ্যুতের পাইপ লাগিয়ে পালিয়ে যেতে চায়।

"এক পর্যায়ে সেনাবাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। সেনাবাহিনী কমান্ডো অভিযান চালিয়ে বিদ্রোহ দমন করে।"

নিহতদের ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক চিকিৎসক মো. মোস্তাক আহমেদ বলেন, "কাশিমপুর কারা হাসপাতালের মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট আব্দুর রহিম বুধবার ভোরে একটি গাড়িতে বহন করে লাশগুলো আমাদের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। পরে স্বজনদের ও হেফাজতে ইসলামের নেতাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে লাশ সন্ধ্যায় হস্তান্তর করা হয়েছে।"

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

ছাত্র-জনতার বিজয়, প্রতিশোধপরায়ণতা পরিহার করতে হবে

শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কারের দাবি থেকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্ট গণ-আন্দোলন অবশেষে সরকার পতনের মধ্য দিয়ে বিজয়লাভ করল। সেনাবাহিনী প্রধানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ঘোষণা এবং শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশত্যাগের খবর পাওয়ামাত্র সোমবার দুপুর থেকে পথে পথে শুরু হয় শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের বিজয়োল্লাস। গেল জুনে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি বহাল রাখার পক্ষে আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। তাদের বিক্ষোভ দমনে শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে যে রক্তপাত আওয়ামী নেতৃত্বাধীন সরকার ঘটিয়েছে, তা দেশের ইতিহাসে কলঙ্কিত অধ্যায় হয়ে থাকবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক কোটা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমন্বয়কদের ডিবি অফিসে উঠিয়ে নেওয়া, নির্যাতন, জোরপূর্বক তাদের দিয়ে আন্দোলন অবসানের ঘোষণা দেওয়া, সন্ত্রাস দমনের নামে গণগ্রেফতার-সব মিলে যে স্টিমরোলার জনসাধারণের ওপর চালানো হয়েছে, তাতে সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

রোববারও সারা দেশে সহিংসতায় পুলিশসহ ৯৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। সোমবারও পরিস্থিতি মোড় নিচ্ছিল সহিংসতার দিকেই। তবে সেনাপ্রধানসহ বিশিষ্টজনদের প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি সেদিকে আর এগোয়নি। দুপুরে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জাতির উদ্দেশে বক্তব্য দেবেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, সে পর্যন্ত জনসাধারণকে সহিংসতা পরিহার করে ধৈর্য ধারণের আহ্বানও জানানো হয়েছিল। সেনাপ্রধান জাতিকে জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন। এখন রাজনৈতিক ক্রান্তিকাল চলছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন ও সব হত্যার বিচার নিশ্চিতে রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দর দেশ গড়ার লক্ষ্যে তিনি সব ধরনের সংঘাত পরিহার করতে দেশবাসীকে আহ্বান জানান। এমন দূরদর্শী পদক্ষেপের জন্য অবশ্যই তারা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার দাবিদার।

আমরাও মনে করি, দেশ ও দশের স্বার্থে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সবার উদ্যোগী হওয়ার বিকল্প নেই। দেশবাসীর যে এক দফা ছিল, তা বাস্তবায়িত হয়েছে। এখন দেশে সুযোগসন্ধানীরা যেন অরাজকতা সৃষ্টি করতে না পারে, সেদিকে সবার সতর্ক থাকা উচিত। এই সম্পাদকীয় লেখা পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ধানমন্ডি ও ঢাকা জেলা কার্যালয়ে আগুন, গণভবনে আক্রমণ ও লুটপাট, ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে আগুন, প্রধান বিচারপতির বাসভবন ভাঙচুর এবং সারা দেশে আওয়ামী লীগের কার্যালয় ও দলটির নেতাকর্মীদের ওপর আক্রমণের খবর পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশের নতুন বিজয় দেখেছি

রাফসান গালিব

এত গুলি, এত রক্ত, এত প্রাণহানি কি বৃথা যাবে? নিজ দেশের জনগণের বুকে গুলি চালিয়ে কি কোনো সরকার টিকে থাকতে পেরেছে? গত এক দেড় সপ্তাহ ধরে মানুষের মুখে মুখে মানুষের মনে মনে এ ছিল উদ্বেগময় প্রশ্ন। একের পর এক দিন যায়। বাড়ে প্রাণহানি। বাড়ে গণগ্রেপ্তারের মাত্রা। বাড়ে রাস্তায় ছাত্র-জনতার জোয়ার।

এরপরও সরকার তার কঠোর অবস্থান থেকে সরে না। আমরা প্রশ্ন করে গিয়েছি, সরকার কেন দেশের লাখো তরুণের ভাষা পড়তে পারছে না। কেন জনগণের আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারছে না? সরকার কেন বুঝতে পারছে না, দিন শেষে তার কী পরিণতি হবে? এই দাম্ভিকতা, ঔদ্ধত্য ও স্বৈরাচারিতার কী ফল হবে কেন তারা বুঝতে পারছে না? হায়, ইতিহাস বলে ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না।

গত রাতে যেন নেমে এসেছিল হাজার বছরের পুরোনো রাত। রোববার নতুন করে শতাধিক মৃত্যুর পর আজকে কী হবে–সেই চিন্তায় ঘরে ঘরে মানুষের ঘুম আসে না। এত দিন পুলিশসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করেও পারেনি সরকার। গতকাল দেশজুড়ে অস্ত্রধারী নিজের দলীয় বাহিনী নামিয়ে যা করা হলো, তা ছিল খুবই ভয়াবহ।

সাধারণ ছাত্র-জনতার রক্ত তো ঝরলই, উন্মত্ত জনতার হাতে শুধু এক থানাতে অনেকজন পুলিশ সদস্যও নিহত হলেন। এটি ছিল খুবই অসহনীয়। এরপরও ঘোষণা দেওয়া হলো ঢাকায় ছাত্র-জনতার লংমার্চ ঠেকাতে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করা হবে।

ফলে আজ সকালে কী হবে, এটিই ছিল মানুষের মুখে মুখে। সারা রাত অনেকটা নির্ঘুম কাটিয়ে সকাল এল। ফোন হাতে নিয়েই ফেসবুকে ঢুকে দেখতে থাকলাম, আজকে ঘোষিত লংমার্চের কী অবস্থা? খুব একটা আভাস পাওয়া গেল না। কেউ বলছে মানুষ ঢুকছে, কেউ বলছে ঢাকার সকাল শান্ত। অনেকে ফোন দিচ্ছিলেন। রাত থেকে অনেকে পরিস্থিতি জানতে চাইছিলেন, অনেকে আবার বিদায় নিচ্ছিলেন এই বলে–আর হয়তো দেখা না-ও হতে পারে!

কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, কী হতে যাচ্ছে আসলে। এর মধ্যে সকালটা শুরু হলো থমথমে মেঘ দিয়ে। শুরু হলো বৃষ্টি। এই বৃষ্টি আসলে কিসের? এই মেঘ আসলে কিসের? সরকারের মন বিগলিত হওয়ার নাকি মানুষের বিজয়ের, নাকি আরও অন্ধকার দিকে যাত্রার। রিকশা নিয়ে বের হলাম অফিসের দিকে। মগবাজারের মোড়ে পুলিশের তৎপরতা দেখলাম। মানুষ ও গাড়িকে হুমকি-ধমকি দিচ্ছিল। অফিসে আসতে না আসতেই টোটাল ইন্টারনেট শাটডাউন। মনটা আরও বেশি অস্থির হয়ে উঠল।

সংবাদমাধ্যমের মানুষ হওয়ায় জানতে পারছিলাম, ঢাকায় মানুষ ঢুকছে। কোথাও কোথাও গণজমায়েতও হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে ভোরে শহীদ মিনারের জমায়েতে গুলিও চালানো হয়েছে। তাহলে কি আরও রক্তপাত দেখতে হবে আমাদের? সময় বাড়তে থাকে। একেকটি সেকেন্ড যেন একেকটি বছর। একটু দুপুর হতে না হতেই গুঞ্জন শোনা গেল, সেনাবাহিনীর মাধ্যমে কোনো একটা বন্দোবস্ত হচ্ছে। কিন্তু সেসবে আস্থা রাখতে পারি না। কারণ, এ রকম বন্দোবস্তের কথা কয়েক দিন ধরে শুনে আসছিলাম।

এর মধ্যে টিভিতে স্ক্রল আসতে লাগল–বেলা দুইটায় সেনাপ্রধান জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত সব পক্ষকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন তিনি। আসলেই কি তিনি কিছু করতে পারবেন, এ নিয়েও তৈরি হচ্ছিল নানা দোলাচল। সরকারপ্রধান কি আসলে জনমানুষের ভাষা বুঝতে পারবেন, নাকি ক্ষমতা ধরে রাখতে ভিন্ন কোনো প্রচেষ্টা চালাবেন?

বেলা দুইটায় টেলিভিশনের সামনে দাঁড়ালাম। কিন্তু সেনাপ্রধানের ভাষণ পিছিয়ে দেওয়া হলো এক ঘণ্টা। এভাবে দুইবার পেছাল তাঁর ভাষণ। এর মধ্যে ইন্টারনেট খুলে দেওয়া হলো। দু-একটা সংবাদমাধ্যম ফেসবুকে লাইভ দিচ্ছিল, ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় মানুষের ঢল নেমেছে।

এরপর তো মানুষের যে ঢল দেখলাম, এটিকেই বুঝি বলে গণ-অভ্যুত্থান! যে গণ-অভ্যুত্থানের কথা আমরা ইতিহাসে পড়েছি, অগ্রজদের মুখে শুনেছি। এরপর তো ছড়িয়ে পড়ল, সংবাদমাধ্যমে খবরও চলে এল প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়েছেন। তখন মানুষের উল্লাস, শ্লোগান আর মিছিল দেখে কে! ঢাকার রাস্তা এ কোন মহাপ্লাবন!

অফিসের পেছনে কারওয়ান বাজারের মূল রাস্তা থেকেও মানুষের মিছিলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এরপর রাস্তায় নেমে আসতেই সামনে দিয়ে একজন রিকশাচালক দৌড়ে চলে গেলেন এই বলতে বলতে–স্বাধীন বাংলাদেশ, মুক্ত বাংলাদেশ। এই শ্লোগান শোনার পর কী অদ্ভুত অনুভূতি হলো! এরপর তো মানুষের যে ঢল দেখলাম, এটিকেই বুঝি বলে গণ-অভ্যুত্থান! যে গণ-অভ্যুত্থানের কথা আমরা ইতিহাসে পড়েছি, অগ্রজদের মুখে শুনেছি। এরপর তো ছড়িয়ে পড়ল, সংবাদমাধ্যমে খবরও চলে এল প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়েছেন। তখন মানুষের উল্লাস, শ্লোগান আর মিছিল দেখে কে! ঢাকার রাস্তা এ কোন মহাপ্লাবন!

রাস্তায় কোনো পুলিশ নেই, সরকারদলীয় নেতা-কর্মীরাও নেই। ১৫ বছর ধরে অগণতান্ত্রিক আচরণ, সুশাসনের চরম অবনতি, মাত্রাছাড়া বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, লুটপাট ও অর্থপাচার, ভয়াবহ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও ভোটের অধিকার হরণ–দেখতে দেখতে অনেকের হয়তো এটিই ধারণা হয়ে গিয়েছিল, এসব থেকে হয়তো আমাদের মুক্তি নেই।

ক্ষমতাসীন দলের বিপরীতে দাঁড়িয়ে অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও যখন বারবার ব্যর্থ হচ্ছিল, তখন আরও বেশি বাংলাদেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা ভুলে যেতে বসেছিল। শত শত মেধাবী তরুণ দেশত্যাগ করছিলেন। জীবিকার আশায় অনেক তরুণ ভূমধ্যসাগরে ডুবেও মরছিলেন।

এসব দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া আমরা কি কখনো স্বপ্নেও ভেবেছিলাম–ঢাকায় আজকে মানুষের বিজয় উল্লাসের কথা। হতাশাগ্রস্ত হয়ে যাওয়া সেই তরুণেরাই ন্যায্য দাবি নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। মার খেলেন। আবার উঠে দাঁড়ালেন। দিন শেষে তাঁদেরই জয় হলো।

জনতার সঙ্গে মিশে গিয়ে তাঁদের আনন্দ দেখলাম, হাসি দেখলাম, উল্লাস দেখলাম। আর দেখলাম উড়ন্ত জাতীয় পতাকা। অচেনা কতজন এসে জড়িয়ে ধরলেন। কেউ কেউ পানির বোতল ফ্রিতে বিলি করছিলেন, কেউ রুটি, কেউ কলা, কেউ বিস্কুট। মানুষের সব স্রোত যাচ্ছে শাহবাগের দিকে। ঘণ্টাখানেক মানুষের উদ্?যাপন দেখতে দেখতে একপর্যায়ে খেয়াল হলো রাস্তার অন্য পাশে মিছিল ঘুরে গেছে। বুঝতে এক মুহূর্তও দেরি হলো না, গণভবনের দিকেই হয়তো যাচ্ছে মানুষ।

এরপর অফিসে ফিরেই বুঝতে পারলাম, মানুষ গণভবনে ঢুকে গেছে। খবরও হয়ে গিয়েছে। জানা গেল, সেনাপ্রধান সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন। কোনো একটা রাজনৈতিক বন্দোবস্তও হচ্ছে।

অন্যদিকে সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও গণভবনের ভেতরের মানুষের নানা কাণ্ডকীর্তির খবর চলে আসছে। পাশাপাশি এ-ও খবর আসতে লাগল, সরকারদলীয় অনেক মন্ত্রী-এমপি ও নেতার ঘরবাড়ি ও দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর হচ্ছে। অনেক জায়গায় হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও ঘটেছে। এ সব কিছুই নিন্দনীয় ও গর্হিত কর্মকাণ্ড।

সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি ও উপাসনালয় রক্ষার বিষয়টি নিয়ে দুই দিন ধরে আন্দোলনকারীরা সতর্ক করে আসছিলেন। আজকেও সেই সতর্কতা দেওয়া হলো। এর মধ্যে কিছু জায়গায় সংখ্যালঘুর স্থাপনার ওপর হামলা হয়েছে শুনতে পারলাম। মনটা আবারও বিষণ্ন হয়ে গেল। যদিও সন্ধ্যার মধ্যে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় পাড়ায় পাড়ায় ছাত্রজনতার প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে ওঠতে দেখে কিছুটা স্বস্তিবোধও হলো। কোথাও পুলিশ নেই, কোনো আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নেই। ফলে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে শঙ্কিত হতেই হয়। একটি দেশের এমন রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর নৈরাজ্য তৈরি হওয়ার ঘটনা নতুনও না, অস্বাভাবিকও না। সেটিই যেন দেখলাম আবার অফিস থেকে বের হয়ে কাছেই একটি টিভি চ্যানেলের ভবন ভাঙচুরের ঘটনায়। টিভি চ্যানেলের গাড়িও পুড়িয়ে দিয়েছে উত্তেজিত মানুষ। কেউ কারও কথা শুনছে না। এগিয়ে গিয়ে কয়েক জনকে বোঝালাম। কেউ শুনল না।

সবকিছু যেন নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে। সংবাদমাধ্যমের ওপরে মানুষের ক্ষোভ আছে জানি, সে জন্য এভাবে কোনো সংবাদমাধ্যমে হামলা হবে, তা কোনোভাবে কাঙ্ক্ষিত নয়। মানুষের ক্ষোভের কারণে অনেক কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, তা কোনোভাবে মানা যায় না।

আবার, এত সব হামলা, নৈরাজ্যের দায় বিগত সরকারেরও, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দেশকে গণতন্ত্রহীন করে তোলে অনেক মানুষের মনঃজগৎকেও অগণতান্ত্রিক করে তুলেছে তারা। জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে ও দমিয়ে রাখতে রাখতে মানুষকে এতটাই বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল তারা, তার প্রতিফলনই কি নয় এই নৈরাজ্য?

অবশ্যই এটিও বলতে হবে, সবাই না; কিছু সুযোগসন্ধানী, অপরাধপ্রবণ বা বেপরোয়া মানুষই এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। তাঁদের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে।

ছাত্র-জনতার যে বিজয় হয়েছে, সেটিকে সামনের বাংলাদেশ আরও এগিয়ে নিতে হলে কোনোভাবে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দেওয়ার সুযোগ নেই। আন্দোলনকারীদের সমন্বয়কও এই বার্তা দিয়েছেন ইতিমধ্যে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকেও দ্রুত মানুষের সুরক্ষা ও জানমাল রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। আজকেও দেশের অনেক জায়গায় ছাত্রজনতার বুকে গুলি চালানো হয়েছে। গুলি কখনো সমাধান নয়, সেটি প্রমাণ হয়ে গেছে। অতএব কোনো গুলি না চালিয়ে মানুষকে ঘরে ফেরানোর সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতে হবে তাদের এখন।

আন্দোলনকারী ও বিক্ষুব্ধ জনতাও যত দ্রুত বিষয়টি বুঝতে পারবে, যত বেশি শান্ত থাকতে পারবে, যত বেশি নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে, তত বেশিই মঙ্গল। আমরা পেছনের বাংলাদেশে আর ফেরত যেতে চাই না। আমাদের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ। ভঙ্গুর অর্থনীতির কথা ভুলে গেলে চলবে না। অনেক অনিশ্চয়তার মধ্যে বড় একটি অনিশ্চয়তা দূর হলো, বাকিগুলোও দূর করতে হবে। সাধারণ মানুষের স্বস্তির নিঃশ্বাস যেন তাড়াতাড়ি মিলিয়ে না যায়। এবার আমাদের রাষ্ট্র সংস্কারের পালা। সুন্দর এক বাংলাদেশের দেখা হোক।

রাফসান গালিব : প্রথম আলোর সম্পাদকীয় সহকারী

হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত ৬, থানা ঘেরাও করে আগুন

সিলেট প্রতিনিধি, ৯ আগস্ট ২০২৪ : হবিগঞ্জের বানিয়াচং থানা ঘেরাও করে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন বিক্ষুব্ধ লোকজন। এতে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন ছয়জন। আহত হয়েছেন পুলিশসহ দেড় শতাধিক।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন বানিয়াচং উপজেলার যাত্রাপাশা মহল্লার সানু মিয়ার ছেলে হাসান মিয়া (১২), মাঝের মহল্লার আবদুর নূরের ছেলে আশরাফুল ইসলাম (১৭), পাড়াগাঁও মহল্লার শমশের মিয়ার ছেলে মোজাক্কির মিয়া (৪০), কামালহানি মহল্লার নয়ন মিয়া (১৮), যাতুকর্নপাড়া মহল্লার আবদুর রউফের ছেলে তোফাজ্জল (১৮) ও পূর্বঘর গ্রামের দলাই মিয়ার ছেলে সাদিকুর (৩০)। বানিয়াচং উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা শামীমা আক্তার নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

জানা গেছে, গত ০৫ আগস্ট সোমবার দুপুরে বানিয়াচং উপজেলার এল আর সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে সমবেত হয়ে একটি মিছিল নিয়ে বেলা ১টার দিকে উপজেলার নতুন বাজার হয়ে বড় বাজার যায়। সেখানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি আরও বাড়লে আন্দোলনকারী থানার সামনে দিয়ে যেতে চাইলে স্থানীয় ঈদগা এলাকায় পুলিশ বাধা দেয়। এ নিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয়। আন্দোলনকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকলে পুলিশ রাবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাসের শেল, সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়তে থাকে। পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলে তিনজনসহ ছয়জন নিহত হন। আহত হন পুলিশসহ দেড় শতাধিক মানুষ।

শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার ও নিহতের খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের কয়েকটি গ্রাম থেকে কয়েক হাজার মানুষ দলবদ্ধ হয়ে থানায় হামলা ও আগুন দেন। পাশাপাশি উপজেলার ডাকবাংলোতেও আগুন ধরিয়ে দেন। এ সময় পুলিশ সদস্যরা থানা ছেড়ে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে হবিগঞ্জ সদর থেকে সেনাবাহিনীর টহল দল বেলা ৩টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। রাত ৮টায় প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এলাকাবাসী থানা ঘেরাও করেছিলেন।

হবিগঞ্জের (বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ) সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ রঞ্জন দে বলেন, আন্দোলনকারীরা বানিয়াচং থানা ও ডাকবাংলোতে আগুন দিয়েছে। কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।

বড়লেখায় সাবেক মন্ত্রী শাহাব উদ্দিনের বাড়িতে জনতার আগুন ভয়ে থানা ছেড়ে পালিয়েছে পুলিশ

সিলেট প্রতিনিধি, ৯ আগস্ট ২০২৪ : শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশত্যাগের খবরে মৌলভীবাজারের বড়লেখায় সাবেক পরিবেশমন্ত্রী শাহাব উদ্দিনের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। এছাড়া দক্ষিণভাগ উত্তর ইউপি চেয়ারম্যান এনাম উদ্দিনের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। গত ৫ আগস্ট সোমবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, গণমাধ্যমে শেখ হাসিনার দেশ ছেড়ে যাওয়ার খবর প্রচারের পর সাধারণ জনতা উপজেলার বিভিন্ন অলিগলি থেকে প্রধান সড়কে নেমে উল্লাস করতে থাকেন। হাতে লাঠিসোঁটা ও জাতীয় পতাকা নিয়ে নানা বয়সের মানুষ দৌড়াদৌড়ি করতে থাকেন। এ সময় একে অপরকে মিষ্টিমুখ করাতেও দেখা যায়। এর মধ্যে কয়েকশ'বিক্ষুব্ধ জনতা দক্ষিণভাগ উত্তর ইউপি চেয়ারম্যান এনাম উদ্দিনের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন। রাত ১০টা পর্যন্ত ঘর আগুন জ্বলতে দেখা যায়। ফায়ার সার্ভিসের খবর দেওয়া হলেও তারা নিরাপত্তার ভয়ে আসেনি।

এছাড়া সন্ধ্যার দিকে বিক্ষুব্ধ জনতা সাবেক পরিবেশমন্ত্রী শাহাব উদ্দিনের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন। পরে অবশ্য স্থানীয়রা আগুন নিভিয়েছে। আগুনে পরিবেশমন্ত্রী শাহাব উদ্দিনের বাড়ি ও ইউপি চেয়ারম্যান এনাম উদ্দিন বাড়ির সবগুলো কক্ষ ও আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে কেউ হতাহত হয়নি।

সরেজমিন দেখা গেছে, পরিবেশমন্ত্রী শাহাব উদ্দিনের বাড়ির পাকা ভবন ও আধাপাকা ভবনের বিভিন্ন কক্ষ আগুনে পুড়ে গেছে। এছাড়া বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়েছে। বিভিন্ন মালামাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। বাড়িতে থাকা লোকজন জানান, ঘটনার সময় শত শত মানুষ হামলা চালিয়ে বাড়িতে আগুন দিয়েছে। তারা ভয়ে বাধা দেননি। দক্ষিণভাগ উত্তর ইউপি চেয়ারম্যান এনাম উদ্দিনের বাড়ির সবকটি কক্ষ আগুনে পুড়ে গেছে। এসময় বাড়িতে কাউকে পাওয়া যায়নি।

এছাড়া উপজেলা চেয়ারম্যান আজির উদ্দিনের দক্ষিণভাগ বাজারের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে। এছাড়া বিক্ষুব্ধ জনতা থানা ভবন ও মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ইটপাটকেলও নিক্ষেপ করেছে। ভয়ে থানা ছেড়ে পালিয়েছে পুলিশ।

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

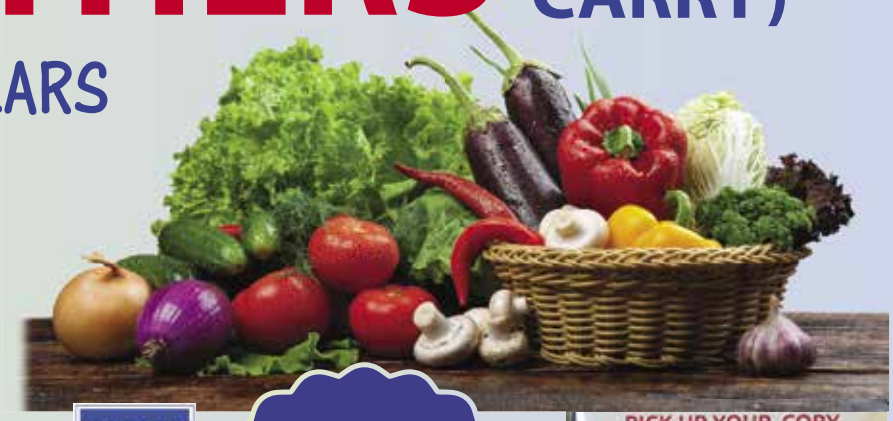

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

হাসিনার পতনে লন্ডনে ইউকে জমিয়তের শুকরানা সভা

ঐতিহাসিক ৫ আগষ্ট সোমবার পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে শেখ হাসিনা সরকারের পতন এবং আওয়ামী দুঃশাসনের অবসানের খুশিতে সকাল থেকেই হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হতে থাকেন। অসংখ্য অগণিত মানুষের মুহুর্মুহু স্লোগানে আলতাব আলী পার্ক ও লন্ডন শহীদ মিনারের বিরাট চত্বর মুখরিত হয়ে ওঠে। পুরো এলাকা জুড়ে সারা দিন নেতৃবৃন্দ ও সর্বস্তরের মানুষের আসা যাওয়া, পারস্পরিক অভিনন্দন,একে অপরকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন ও মিষ্টি বিতরণ অব্যাহত ছিল। ছাত্র জনতার ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে শুরু থেকেই সমর্থন জানিয়ে আসছেন প্রাচীনতম সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে নেতৃবৃন্দ।

পাঁচ আগষ্টের নতুন বিজয় দিবসে ইউকে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ আবারো আপামর জনসাধারণের আনন্দ উৎসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। লন্ডনের ঐতিহাসিক আলতাব আলী পার্ক থেকে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও সোসিয়াল মিডিয়ায় আজ ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুফতি আবদুল মুনতাকিম ফ্যাসিবাদী সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক বিজয় অর্জিত হওয়ায় ছাত্র জনতা ও আলেম উলামার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেন।

এক পর্যায়ে আলতাব আলী পার্কে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের প্রচুর সংখ্যক নেতাকর্মী একত্রিত হলে আলতাব আলী পার্কেই ইউকে জমিয়তের উদ্যোগে আনন্দমিছিল পরবর্তী সংক্ষিপ্ত শুকরানা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তারা ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকারের নিকৃষ্টতম পতনের জন্য আল্লাহর সমীপে শুকরিয়া আদায় করেন। ছাত্র জনতা এবং আলেম উলামার দীর্ঘমেয়াদি অপরিসীম ত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাও নিবেদন করেন বক্তাগন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুফতি আবদুল মুনতাকিম। সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন ইউকে জমিয়তের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ। বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা ফয়েজ আহমদ, ইউকে জমিয়তের সহ সভাপতি হাফিজ হুসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, ইউকে জমিয়তের সহ সভাপতি মাওলানা আশফাকুর রহমান,বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি মাওলানা নাজিম উদ্দীন,বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার সেক্রেটারি মুফতি সালেহ আহমদ, ইউকে জমিয়তের উপদেষ্টা আলহাজ্ব খলিস মিয়া,বিশিষ্ট আলেম হাফিজ মাওলানা নাজির উদ্দিন,ইউকে জমিয়তের ট্রেজারার হাফিজ রশীদ আহমদ, লন্ডন মহানগর জমিয়তের সেক্রেটারী মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ,ইউকে জমিয়তের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা নাজমুল হাসান, প্রচার সম্পাদক মাওলানা শামছুল ইসলাম, ইউকে জমিয়তের সহকারী প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাই, ইউকে জমিয়তের মিডিয়া সম্পাদক জনাব আরিফ আহমদ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হাসিনার পতনের খুশিতে লিভারপুল বিএনপির মিষ্টি বিতরণ

স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের পতন ও আওয়ামী দুঃশাসনের অবসানের খুশিতে যুক্তরাজ্য বিএনপি লিভারপুল মার্সিসাইড শাখার পক্ষ থেকে এক আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হয়। এসময় সবার মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। গত ৫ আগস্ট সোমবার রাতে স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে এই উৎসব হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন লিভারপুল বিএনপির সাবেক সভাপতি সৈয়দ বেলাল উদ্দিন আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসেম ভুইয়া কামাল, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হক, মাহবুব হোসেন ইমন, সোনাফর আলী, আতিক প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বিএনপির নেতৃবৃন্দরা ফ্যাসিবাদ আওয়ামী সরকারের নিকৃষ্টতম পতনের জন্যে দেশের ছাত্র জনতার ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে সমর্থন জানানোর পাশাপাশি ছাত্র সমাজের অপরিসীম ত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। এসময় বক্তারা বলেন, সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে আগামীতে বাংলাদেশের জনগন তাদের লুণ্ঠিত গণতন্ত্র, মানবাধিকার পুনপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। পরে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনে আহত ও নিহত শিক্ষার্থীদের জন্যে বিশেষ দোয়া করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক
FISH
RICE
MEAT
CHICKEN
রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিআ
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

Community Development Initiative
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development
Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

লন্ডনে বাংলাদেশে দমন-পীড়নের শিকার ছাত্র-জনতার সমর্থনে সংহতি সভা

লন্ডনে বাংলাদেশে দমন-পীড়নের শিকার ছাত্র-জনতার প্রতি সমর্থনে সংহতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ অক্টোবর রোববার লন্ডনের স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় পূর্বলন্ডনের আলতাফ আলী পার্কে প্রতিবাদ ও সংহতি সভার আয়োজন করা হয়। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন অনলাইন এক্টিভিষ্ট ফোরাম

ইউকের আয়োজনে অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির সভাপতি জয়নাল আবেদীন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক আব্দুল মুনিম ক্যারোল।

অনলাইন এক্টিভিষ্ট ফোরামের সহ-সভাপতি মো. দেলোয়ার হোসাইনের পরিচালনায় প্রতিবাদ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মানবাধিকার সংগঠন পিচ ফর বাংলাদেশ ভাইস চেয়্যারম্যান মোঃ মাহিন খান, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটসের সভাপতি জাকের আহমদ চৌধুরী ও স্টান্ড ফর বাংলাদেশের ভাইস-চেয়্যারম্যান মোঃ তরিকুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আব্দুল মুনিম ক্যারোল বলেন, গত ৪০ বছর যাবত আমি যুক্তরাজ্য প্রবাসী এবং আমি আমার স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছি বাংলাদেশে যে কোন গণআন্দোলনের প্রবাস থেকে সাহায্য ও সমর্থনের একটি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকে রেখেছে যুক্তরাজ্য প্রবাসিরা। বাংলাদেশে চলমান গণআন্দোলনে এই পর্যন্ত ৭ জন সাংবাদিক মৃত্যু বরন করেছেন। তিনি আরও বলেন, শেখ হাসিনা যে আইনে জামায়াত-শিবিরকে জোর করে ও অন্যায়ভাবে ব্যান করেছে। শীঘ্রই সেই আইনেই আওয়ামী লীগ ব্যান হবে, ইনশাল্লাহ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মোঃ মাহিন খান বলেন, শেখ হাসিনাকে অনুরোধ করব আপনি গুলি চালানো ও আটক করা বন্ধ করুন এবং অতিদ্রুত ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করে, বাংলাদেশের মানুষের কাছে আত্মসমর্পণ করুন। তা না হলে আপনি গত এক সপ্তাহ যাবত যে জেনোসাইড চালিয়েছেন প্রায় হাজারের উপরে নিরীহ ছাত্র-জনতাকে হত্যা করেছেন। এর জন্য সংগ্রামী ছাত্র-জনতা গণআদালত বসিয়ে, আপনাকে কাঠের বিচারের সম্মুখীন করবে।

সভাপতির বক্তব্যে জয়নাল আবেদীন বলেন, বাংলাদেশে যে কোন গণঅভ্যুত্থান ছাত্রদের মাধ্যমে হয়েছে। আজ ছাত্ররা জেগে উঠেছে সাথে সাথে বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষও জেগে উঠেছে। কালকে ছাত্রদের ডাকে ঢাকা ঘেরাও কর্মসূচী দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, নাট্যকার, কলামিস্ট এবং ছাত্র-অভিভাবক সবাইকে উদাত্ব আহ্বান জানাচ্ছি কালকে ছাত্রদেরকে সহায়তা করুন। আমরাও প্রবাস থেকে ছাত্রদের সমর্থন দিচ্ছি এবং তাদের পাশে আছি।

প্রতিবাদ সভায় আরও বক্তব্য রাখেন, বিশিষ্ট আইনজীবি ব্যারিস্টার নূরুল গাফফার, অনলাইন এক্টিভিষ্ট ফোরামের সেক্রেটারি জামিল হোসেন, অনলাইন এক্টিভিষ্ট ফোরামের সদস্য এনামুল হক, সামসুদ্দোহা মঞ্জু, সানজিদা আক্তার, মানবাধিকার কর্মী ও কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব হেলাল খান, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটসের উপদেষ্টা মু. আব্দুল আলী, অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ও মানবাধিকার কর্মী সাবের আহমদ, স্টান্ড ফর বাংলাদেশের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী মোঃ শাহীন, মানবাধিকার কর্মী নজরুল ইসলাম বাবুল, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটসের সহ-ট্রেজারার মোঃ মিফতা উদ্দীন, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটসের সদস্য মোঃ ঈমাম হোসেন, মানবাধিকার কর্মী শিহাব, সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়্যারম্যন নিজাম প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ব্রিটিশ বাংলাদেশী হুমায়রা ইকবালের ঈর্ষনীয় সাফল্য

ইংল্যান্ডের ব্রাইটন ইউনিভার্সিটি থেকে বায়োমেটিক্যাল সাইন্সে অসাধারন সাফল্য অর্জন করেছেন ব্রিটিশ বাংলাদেশী হুমায়রা ইকবাল। হুমায়রা ইকবাল বায়োমেটিক্যাল সায়েন্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন। তার ইচ্ছা বড় হয়ে ডেন্টিস্ট হওয়ার। তার এই অভাবনীয় সাফল্যে আনন্দিত পুরো বাংলাদেশী কমিউনিটি।

হুমায়রা ইকবাল জানায়, এই অর্জনে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। এই ফলাফলের পেছনে বাবা-মা ও শিক্ষকদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। হুমায়রা ভবিষ্যতে ডেন্টিস্ট হয়ে বাংলাদেশের কমিউনিটির মুখ উজ্জ্বল করতে চায়। ভালো ফলাফল করতে হলে কী করা দরকার এমন প্রশ্নের জবাবে হুমায়রা জানায়, খুব বেশি পরিশ্রম করতে হবে। সময় মতো পড়তে হবে। নামাজ পড়তে হবে। আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। তবেই সাফল্য আসবে ইনশাল্লাহ।

ব্রাইটনের বাসিন্দা হুমায়রা ইকবালের বাবা মোহাম্মদ জামিল ইকবাল এনআরবি ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মোঃ জামিল ইকবাল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মোঃ জামিল ইকবাল। হুমায়রা ইকবালের বাংলাদেশের বাড়ি সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার আখাখাজনায়। সিলেট শহরের শিবগঞ্জ বুরহান বাগে তাদের বাসা। হুমায়রা তার সাফল্যের জন্য সকলের কাছে দোয়া কামনা করেছেন।

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal
Fast REMOVALS
07957 191 134
www.fastremoval.com
House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

বাংলাদেশে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে নিউক্যাসলে সমাবেশ

বাংলাদেশের কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে সারা দেশে হত্যার প্রতিবাদে উত্তর-পূর্বে ইংল্যান্ডের নিউক্যাসলে বাংলাদেশ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। গত শনিবার দুপুর

১২টায় সিটি সেন্টারে নিউক্যাসল মনুমেন্টে এই বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে অনেক বিক্ষোভকারী এতে অংশ গ্রহণ করে। এতে তারা বলেছে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের হামলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৫ শতাধিক শিক্ষার্থী নিহত এবং হাজার হাজার আহত হয়েছে।

সরকারি চাকরিতে সংস্কারের পক্ষে ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশের সহযোগিতায় শেখ হাসিনার বিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন।

সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি নিয়ে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশের সহযোগিতায় সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে যুক্ত ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ (বিসিএল) আওয়ামী লীগ দল বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালায়, ফলে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়।

বক্তারা বলেন, পুলিশ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বন্দুক ও অন্যান্য গুলি করতে দেখা গেছে বিপজ্জনক অস্ত্র, বাংলাদেশ পুলিশ নিরস্ত্র লোকদের উপর জীবন্ত গুলি চালানোর জন্য হেলিকপ্টার এবং সাঁজোয়া বাহক উভয়ই ব্যবহার করে। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যয় করে এ হামলা পরিচালনা করা হয়। এর ফলে ১৪ বছরের কম বয়সী ৩৫ জনেরও বেশি শিশু নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এতে বক্তব্য রাখেন সংগঠক এম এ জামান আরিফ, শাহান চৌধুরী, সাংবাদিক সাইমন রুডোফ। এসময় উপস্থিত ছিলেন নিউক্যাসলের সাবেক লর্ড মেয়র হাবিব রহমান, কাউন্সলির নাবিলা আলী, শেলিম জামান, কবির মাসুম, বদরুল আলম, নর্থামব্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমন্বয়ক সাইদুর রহমান, সাথী জামান ব্যবসায়ী কাপ্তান মিয়া, আখলু মিয়া, গাজা সংহতি কর্মী সিলভি ফিসচ প্রমুখ। সংবাদ

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের নর্থইস্ট রিজিওনের পুনর্মিলনী

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের নর্থইস্ট রিজিওন এর উদ্যোগে নর্থইস্টের সাউথ সিলডের এক রেস্টুরেন্টে এক পুনর্মিলনী ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ আগষ্ট সোমবার রাত ১১টায় এই সভা হয়।

এতে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের নর্থইস্ট রিজিওনাল কনভেনার মো. আব্দুল মান্নান মুন্নার সভাপতিত্বে ও নর্থইস্টের সদস্য সচিব সৈয়দ জিয়াউল ইসলামের পরিচালনায় সভায় টেলিকনফারেন্সে বক্তব্য দেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনার কমিউনিটি লিডার ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর। এসময় তিনি এই আয়োজনের জন্য সংগঠনের নর্থইস্ট রিজিওনাল সকল নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও সংগঠনের আগামীদিনের অগ্রযাত্রায় সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন মজিদ থেকে তেলওয়াত করেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি নর্থইস্টের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মুজিবুর ইসলাম শাহআলম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রেটার সিলেট নর্থইস্টের সাবেক চেয়ারপার্সন মো. আব্দুর রকিব সিকদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ কমিউনিটি লিডার সৈয়দ মইনুল ইসলাম, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের জয়েন্ট কনভেনার হাবিবুর রহমান রানা,জয়েন্ট কনভেনার আফছারুজ্জান পারভেজ, সৈয়দ মুসাদ্দেক আহমদ, মোঃ শাহিন আহমদ ও আবুল কালাম আজাদ।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জহিরুল ইসলাম, মুফাছিছল আহমদ,সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম, সাংবাদিক, মোঃ মালু মিয়া,মাহবুবুল হক লিটন,মহিম উদ্দিন, সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম, মোঃ মইনুল ইসলাম, সিপন আহমদ যুগ্ম সদস্য সচিব, দিলাল আহমদ চৌধুরী অর্থ সচিব,জহুর আলী, মুজিবুর হক শাহ আলম ও দেলোয়ার হুসেন,সুহেল আহমদ সহ অনেকেই। উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ আব্দুল মজিদ, সৈয়দ কবির উদ্দিন, ছায়াদ মিয়া, আনছার কোরেশী, কামরুল ইসলাম, ছাইদ আহমদ ছাদি, রমজান উল্লাহ ও সৈয়দ রুহেল আহমদ প্রমুখ।

সভায় বক্তারা সিলেট বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু সহ কনস্যুলেট সেবা বৃদ্ধি করে প্রবাসীদের পাসপোর্ট নবায়ন, জন্ম-মৃত্যুসনদ, দেশের সম্পত্তি হস্তান্তরে পাওয়ার অব অ্যাটর্নী প্রদানের মতো কাজগুলো সহজ করা ও বাংলাদেশে প্রবাসীদের ঘর-বাড়ি ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করার জোর দাবি জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa
*Competitive fees
*Excellent service
MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.
37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

সরকারের প্রতি ইস্ট লন্ডন মসজিদের বিবৃতি

ইসলামফোবিয়া, ভুয়া খবর প্রতিরোধ এবং মসজিদগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান

লন্ডন, ৭ আগস্ট ২০২৪: সাউথপোর্টে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় তিন মেয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুতে পুরো জাতির সাথে ইস্ট লন্ডন মসজিদ গভীর শোক প্রকাশ করছে। নিহতদের পরিবার ও যারা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তাদের সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছে ইস্ট লন্ডন মসজিদ।

মসজিদের পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, যখন পরিবারগুলি তাদের প্রিয়জনদের শোক পালন করছিল, তখন এই হামলা অত্যন্ত দুঃখজনক। এটি অত্যন্ত হতাশাজনক যে এই ঘটনাটি তাদের পরিবারের বেদনা ও দুঃখকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও সহিংসতাকে উসকে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

ইসলামফোবিয়ার বৃদ্ধি এবং ভুয়া খবরের ব্যাপক বিস্তার, যা অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে এবং ৫০ জনের বেশি পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এটি স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে, মুসলিম কমিউনিটি এবং অভিবাসীদের সম্পর্কে ভিত্তিহীন প্রচারণা চালিয়ে কীভাবে কমিউনিটির একটি অংশের মানুষকে চরমপন্থী হিসেবে উপস্থাপনের অপচেষ্টা চলছে। আমাদের রাস্তায় যে সহিংসতা দেখা যাচ্ছে তা আংশিকভাবে রাজনৈতিক ও ডানপন্থী মিডিয়ার অপপ্রচারের ফল যা ইসলাম বিদ্বেষকে স্বাভাবিক করে দিচ্ছে।

আমাদের গভীর উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও, আমরা ব্রিটিশ চেতনার সেরা দিকটি কার্যত দেখতে পেয়েছি। সাউথপোর্টের কমিউনিটি তাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের মসজিদটি মেরামত করতে সহায়তা করতে একত্রিত হয়েছে, এটি পারস্পরিক সম্মানের প্রকৃত মূল্যবোধের প্রমাণ।

এই সপ্তাহের ঘটনাগুলির প্রেক্ষিতে, দেশের মসজিদগুলো তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করতে বাধ্য হবে । তাই, আমরা সরকারকে ইসলাম বিদ্বেষ উত্থানের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে এবং যুক্তরাজ্যজুড়ে মসজিদগুলিকে আরও সহযোগিতা প্রদানের আহবান জানাচ্ছি । বিশেষকরে মসজিদ ও মসজিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যথাশীঘ্র উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানাই।

আমরা সরকারকে ব্রিটিশ মুসলমানদের ওপর অল-পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ (এপিপিজি) দ্বারা প্রস্তাবিত ইসলামফোবিয়ার সংজ্ঞা গ্রহণ করার আহ্বান জানাই।

আমরা ভুয়া খবরের বিস্তার এবং এর দ্বারা সমাজের কিছু অংশকে চরমপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানাই। এটি অপরিহার্য যে, আমরা একসাথে কাজ করি যাতে ভয় এবং বিভাজনের পরিবর্তে শান্তির পরিবেশ গড়ে তোলা

নর্থাম্পটন প্রিমিয়ার ক্রিকেট লীগে ব্লাস্টার্স নর্থাম্পটন চ্যাম্পিয়ন

বৃটেনের নর্থাম্পটনে রেসকোর্স প্রিমিয়ার ক্রিকেট লীগ-২০২৪ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গত ০৬ আগস্ট মঙ্গলবার দিনব্যাপী রেসকোর্স ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ফাইনাল খেলায় ব্লাস্টার্স নর্থাম্পটন ৫ উইকেটে এমসি বয়েসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। খেলায় মিডিয়া পার্টনার ছিলো চ্যানেল এস টেলিভিশন। প্রায় ১০ বছর পর বৃটেনের নর্থাম্পটনে চারটি দল খেলায় অংশগ্রহণ করে।

খেলা প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ১৬ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে এমসি ভয়েস ১২৫ রান করে। জয়ের টার্গেট নিয়ে খেলতে নেমে ১৪ ওভারে জয়ের লক্ষ্যে পৌছে যায় ব্লাস্টার্স নর্থাম্পটন। ফলে ৫ উইকেটে জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে ব্লাস্টার্স। এ প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছিলেন নর্থাম্পটন ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশী সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট রাহুল আহমেদ সেজান। বিপুল সংখ্যক দর্শক ও খেলোয়াড়রা করতালি দিয়ে আনন্দ ঘন ক্রিকেট প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন। খেলায় চমৎকার ক্রিড়ানৈপুন্য দেখিয়ে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ হন সামাদ ও ম্যান অফ দ্যা টুর্নামেন্টের পুরস্কার পান জাবেদ হাসান।সেরা ব্যাটম্যান কনক দেবনাথ ও সেরা বোলার হন শাওন।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কাউন্সিলর এনামুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাংবাদিক এসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম ও ফোর শেয়ার ক্রিকেট লীগের সেক্রেটারি মাসুম আফরোজ। খেলায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা অতিথিদের কাছ থেকে মেডেল ও ট্রফি নেন।

যুক্তরাজ্য খেলাফত মজলিসের প্রেস ব্রিফিং

শাপলা চত্বর গণহত্যার বিচারসহ আ'লীগের ১৬ বছরের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবী

দেশ ডেস্ক, ৭ আগস্ট ২০২৪ : বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখা আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে অবিলম্বে ছয় মাস মেয়াদী অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন, অতি দ্রুত অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজন, ২০১৩ সালের শাপলা চত্বর গণহত্যাসহ সকল হত্যাকা-ের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ ও আওয়ামী সরকারের গত ১৬ বছরের সকল দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবী জানানো হয়েছে ।

গত ৭ আগস্ট বুধবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত প্রেস ব্রিফিংয়ে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের যুক্তরাজ্য শাখার সেক্রেটারি মুফতী ছালেহ আহমদ । উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা ফয়েজ আহমদ এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান।

এসময় দলীয় নেতৃবৃন্দের মধ্য উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া, মাওলানা নাজিম উদ্দীন, সহসাধারণ সম্পাদক মাওলানা মিসবাহুজ্জামান হেলালী, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ মন্জুরুল হক, ইসলামী ছাত্র মজলিসের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা তারেক আল হাবীব, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইন, মাওলানা মহবুবুল আলম, হাফিজ মাওলানা আহবাবুর রহমান,আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহজাহান সিরাজ প্রমূখ।

প্রেস ব্রিফিং এর লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে দেশের ছাত্রসমাজ কোটা ব্যবস্থা সংস্কার দাবিতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে ।শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক

এ দাবিকে কেন্দ্র করে সারা দেশে একটি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন গড়ে ওঠে। দেশবাসী সকলেই স্বীকার করেছেন ছাত্র সমাজের দাবিসমূহ যৌক্তিক এবং ন্যায় সঙ্গত ছিল । শান্তিপূর্ণ এই আন্দোলনে আওয়ামী সরকারের দায?িত্বশীলদের উস্কানিতে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের দলীয় ক্যাডারদের ছোড়া গুলিতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র, মায়ের কোলের শিশু সহ বহু সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন ।রক্তাক্ত হয়েছে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পবিত্র ক্যাম্পাসগুলো । আহত হয়েছেন হাজার ছাত্র-জনতা । সকল জুলুম নির্যাতন ও হামলা মামলা বরদাস্ত করে ছাত্র-জনতা তাদের ন্যায্য অধিকারের আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রাখে । ছাত্র-জনতার এই আন্দোলনকে সমর্থন করে দেশের সর্বস্তরের জনগণের দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে আসে । ছাত্র-জনতার গণঅভ্যূত্থানে বাধ্য হয়ে জনরোষ থেকে বাঁচতে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে গত ৫ আগষ্ট দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান । অবসান ঘটে দীর্ঘ স্বৈরশাসনের ।ফ্যাসিবাদের হাত থেকে মুক্তি পায় দেশের মাটি ও মানুষ।

দেশকে জালেম স্বৈরশাসনের হাত থেকে বাঁচাতে আন্দোলন করতে গিয়ে যারা জীবন দিয়েছেন তাদের কে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে স্মরণ করছি ।মহান আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করি তিনি যেন তাদেরকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন। যারা বিভিন্ন ভাবে ত্যাগ কুরবানি স্বীকার করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করছি । মহান আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। যারা আহত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন তাদেরকে মহান আল্লাহ অতি দ্রুত পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন । মহান আল্লাহ পাক খাস রহমত দিয়ে জালেমকে পরাজিত করে মজলুমদেরকে বিজয় দান করেছেন। এই জন্য আমরা মহান আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি । দীর্ঘ আন্দালোন সংগ্রাম, ছাত্রজনতার বহু প্রাণ উৎসর্গ ও আলেম উলামাদের জেল জুলুমের বিনিময়ে অর্জিত এই বিজয় লগ্নে আমরা ছাত্রজনতা ও দেশবাসীকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, দুর্বৃত্তরা বিজয়কে ভিন্ন দিকে নিয়ে যেতে শহর-বন্দর-গ্রামে নাশকতা শুরু করেছে । সরকারি স্থাপনা, মানুষের বাড়ি-ঘর হামলা করে ভাঙচুর ও লুটপাট করছে এবং বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে ।আমরা বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পক্ষ থেকে এর তীব্র নিন্দা জানাই। কোনও বিবেকসম্পন্ন মানুষ এই খারাপ ও গর্হিত কাজগুলো করতে পারে না।লুটতরাজ বন্ধ এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের সংগঠনের সর্বস্তরের জনশক্তি মাঠে কাজ করছে । মাদ্রাসার ছাত্ররা সহ ছাত্র-জনতা পাহারা দিচ্ছে সরকারী ভবন সহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় ।দেশের সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের জান ও মাল রক্ষায় পাহারাদারের ভূমিকা পালন করছে তারা । যা অত্যন্ত প্রশংসার দাবী রাখে ।আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই।

আবারো আপনাদের মাধ্যমে দেশের জনগণ কে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা যেখানেই দুর্বৃত্তপনা দেখবেন, কঠোর হস্তে দমন করবেন ।অন্যায়কারীদের হাত টেনে ধরবেন । দেশের ছাত্র-জনতার ও প্রশাসন যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করি তা হলে দুর্বৃত্তপনা বন্ধ করা অবশ্যই সম্ভব। যারা এই নাশকতা ও দুর্বৃত্তপনার সাথে জড়িত তাদেরকে অবশ্যই অবিলম্বে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এই দেশটা আমাদের । দেশ আমাদেরকেই গড়তে হবে। আমাদের প্রবাসী ভাইয়েরা তাদের মনের বিভিন্ন ক্ষোভ থেকে দেশে রেমিট্যান্স পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছেন। রেমিট্যান্স পাঠানো সহ দেশের অস্তিত্ব বাঁচাতে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা সময়ের দাবী । ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অর্জিত এ বিজয় আমাদের নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে ।আসুন, প্রবাসী ও দেশবাসী সহ সবাই মিলে বিধ্বস্ত দেশটাকে একযোগে সহযোগিতা করে গড়ে তুলি এবং প্রবাসী সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব পালন করি।

লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয়, অনতিবিলম্বে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় সকল রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শক্রমে ৬ মাসের মেয়াদ দিয়ে অন্তবর্তীকালীন একটি সরকার গঠন করা ।অন্তবর্তীকালীন. সরকারে উলামায়ে কেরামদের মধ্য থেকে গ্রহনযোগ্য একজন প্রতিনিধি অবশ্যই নিশ্চিত করা ।অতিদ্রুত অবাধ, সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক একটি অর্থবহ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সত্যিকার জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার করা।

গ্রহনযোগ্য তদন্ত কমিশন গঠন করে ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরসহ সকল গণহত্যাকান্ডের বিচার করতে হবে । একই সাথে গত ১৬ বছরে সংঘটিত সকল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হত্যাযজ্ঞ, গণহত্যা, গুম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার করতে হবে । তদন্ত সাপেক্ষে নিহত-আহত পরিবারকে ক্ষতিপূরণসহ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তি বা সংগঠন জড়িত তাদের বিচার করতে হবে। গত ১৬ বছরের দুর্নীতিবাজ ও বিদেশে অর্থ পাচারকারীদের সকল সম্পত্তি ক্রোক করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করতে হবে । বিদেশে পাচারকৃত অবৈধ অর্থ দেশে ফেরত নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে । বিগত ১৬ বছরে সকল দুর্নীতি শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিজেদের শপথ লঙ্ঘন করে অন্যায় কাজ কর্ম যারা করেছে তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। আলেম ওলামাসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের ওপর দায়ের করা ষড়যন্ত্রমূলক সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে হবে।

শেখ হাসিনার পতনে গণভবনে উল্লাস

শেখ হাসিনার পতনের সাথে সাথে এভাবেই শতশত মানুষ ঢুকে পড়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় গণভবনে। তাদেরকে আনন্দে উল্লসিত দেখায় যায়। গণভবন থেকে কিছুনা কিছু নিয়ে যান। কেউ হাস, কেউ মোরগ, কেউ শাড়ী, টিভি ফ্রিজ, মাইক্রোওভেন। এ যেন গনিমতের মালের মতো অবস্থা।

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants

We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship. Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.

• Competitive fees • Excellent services

SKILLED WORKERS UK

First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ

Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info@skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)

দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে

M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

- আকর্ষণীয় রেট
- বিকাশ সার্ভিস
- ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
- একাউন্ট ট্রান্সফার
- ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
- ব্যুরো ডি চেঞ্জ

শেখ হাসিনার পলায়ন

সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু তাকে উদ্ধারের জন্য বাংলাদেশে উড়োজাহাজ পাঠানো সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেয় নরেন্দ্র মোদি সরকার। কারণ হিসেবে বলা হয়, বাংলাদেশের আকাশসীমায় উড়োজাহাজ পাঠালে তাতে আইনের লঙ্ঘন হতে পারে। এরপর বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর একটি হেলিকপ্টারে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা।

হাসিনার পলায়নের পর পর আন্দোলরত হাজার হাজার ছাত্র-জনতা গণভবন ও সংসদ ভবনে ঢুকে পড়ে। তারা গণভবনে উল্লাস করে। গণভবনের আসবাবপত্র, টেবিল চেয়ার, ফ্রিজ, মাইক্রোওভেন, হাস-মুরগী ইত্যাদি নিয়ে যায়। অনেক তরুণকে শেখ হাসিনার খাটে শুয়ে বসে মোবাইল ব্রাউজিং করতে দেখা যায়। প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসে রসিকতা করে। শেখ হাসিনার ফেলে যাওয়া শাড়ি পরে ফেসবুকে ছবি শেয়ার করে। অনুরূপভাবে সংসদ ভবনে ঢুকেও তারা উল্লাস করে। একই সাথে সারা দেশে বিভিন্ন থানায় হামলা করে। দুর্নীতিবাজ পুলিশদের সাথে জনতার সংঘর্ষ চলতে থাকে। এতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে। দেশের সবগুলো থানা পুলিশ-শুন্য হয়ে পড়ে। বুধবার রাতে এ রিপোর্ট লেখা দেশের সবগুলো থানা পুলিশশুন্য ছিলো। তাছাড়া দেশজুড়ে ক্ষুমতাচ্যুত মন্ত্রী, এমপি ও আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের বাড়িঘরে ভাংচুর করে অগ্নিসংযোগ করা হয়। আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের রাস্তাঘাটে ধরে গণধোলাই দেওয়া হয়।

রক্তপাতের মাধ্যমে ক্ষমতা ধরে রাখতে চেয়েছিলেন

শেষ সময়েও অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ এবং আরও রক্তপাতের মাধ্যমে ক্ষমতা ধরে রাখতে চেয়েছিলেন শেখ হাসিনা। দেশ ছাড়ার আগে গত ৫আগস্ট সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে প্রায় এক ঘণ্টা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের চাপ দিয়েছিলেন তিনি। তবে পরিস্থিতি যে একেবারেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে, সেটা তিনি কিছুতেই মানতে চাচ্ছিলেন না। পরে পরিবারের সদস্যরাসহ বোঝানোর পর পদত্যাগে রাজি হন। এরপর দ্রুততম সময়ে পদত্যাগ করে সামরিক হেলিকপ্টারে করে গোপনে বোন শেখ রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রের কাছ থেকে শেখ হাসিনার ক্ষমতা ছাড়ার শেষ চার ঘণ্টার একটা বিবরণ পাওয়া গেছে। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা হয়ে দিল্লি পৌঁছেছেন তিনি।

দলীয় অস্ত্রধারী কর্মীদের নামিয়ে গত রোববার দিনভর সারা দেশে ব্যাপক সংঘাত ও প্রাণহানি ঘটানোর পরও ছাত্র-জনতার আন্দোলন সামাল দিতে পারেননি শেখ হাসিনা। যদিও পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরে রোববার রাতেই শেখ হাসিনাকে তাঁর একজন উপদেষ্টাসহ কয়েকজন নেতা বোঝানোর চেষ্টা করেন। তাঁরা সেনাবাহিনীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরামর্শ দেন বলে জানা গেছে। তবে তিনি তা মানতে চাননি; বরং সোমবার থেকে কারফিউ আরও কড়াকড়ি করতে বলেন। ভোর থেকে কারফিউ কড়াকড়ি করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও সকাল ৯টার পর থেকে বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারীরা কারফিউ ভেঙে নামতে শুরু করেন। ১০টা নাগাদ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে জমায়েত বড় হতে থাকে।

বিভিন্ন বাহিনীর উচ্চপর্যায়ের একাধিক সূত্র বলছে, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তিন বাহিনীর প্রধান ও পুলিশের মহাপরিদর্শককে (আইজিপি) প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনে ডাকা হয়। নিরাপত্তা বাহিনী কেন পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছে না, সেটার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আন্দোলনকারীরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাঁজোয়া যানে উঠে লাল রং দিয়ে দিচ্ছেন, সামরিক যানে পর্যন্ত উঠে পড়ছেন-এর পরও কেন তারা কঠোর হচ্ছে না, সেটা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। এ ছাড়া বিশ্বাস করে এই কর্মকর্তাদের শীর্ষ পদে বসিয়েছেন-সেটাও তিনি উল্লেখ করেন।

একপর্যায়ে শেখ হাসিনা আইজিপিকে দেখিয়ে বলেন, তারা (পুলিশ) তো ভালো করছে। তখন আইজিপি জানান, পরিস্থিতি যে পর্যায়ে গেছে, তাতে পুলিশের পক্ষেও আর বেশি সময় এ রকম কঠোর অবস্থান ধরে রাখা সম্ভব নয়।

ওই সময়ে শীর্ষ কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়, বলপ্রয়োগ করে এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে না। কিন্তু শেখ হাসিনা সেটা মানতে চাচ্ছিলেন না। তখন কর্মকর্তারা শেখ রেহানার সঙ্গে আরেক কক্ষে আলোচনা করেন। তাঁকে পরিস্থিতি জানিয়ে শেখ হাসিনাকে বোঝাতে অনুরোধ করেন। শেখ রেহানা এরপর বড় বোন শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতা ধরে রাখতে অনড় থাকেন। একপর্যায়ে বিদেশে থাকা সজীব ওয়াজেদ জয়ের সঙ্গেও ফোনে কথা বলেন একজন শীর্ষ কর্মকর্তা। এরপর জয় তাঁর মায়ের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর শেখ হাসিনা পদত্যাগে রাজি হন। তিনি তখন একটা ভাষণ রেকর্ড করতে চান জাতির উদ্দেশে প্রচারের জন্য।

ততক্ষণে গোয়েন্দা তথ্য আসে যে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-জনতা শাহবাগ ও উত্তরা থেকে গণভবন অভিমুখে রওনা হয়েছে। দূরত্ব বিবেচনায় ৪৫ মিনিটের মধ্যে শাহবাগ থেকে গণভবনে আন্দোলনকারীরা চলে আসতে পারে বলে অনুমান করা হয়। ভাষণ রেকর্ড করতে দিলে গণভবন থেকে বের হওয়ার সময় না-ও পাওয়া যেতে পারে। এই বিবেচনায় শেখ হাসিনাকে ভাষণ রেকর্ডের সময় না দিয়ে ৪৫ মিনিট সময় বেঁধে দেওয়া হয়।

এরপর ছোট বোন রেহানাকে নিয়ে তেজগাঁওয়ের পুরোনো বিমানবন্দরে হেলিপ্যাডে আসেন শেখ হাসিনা। সেখানে তাঁদের কয়েকটি লাগেজ ওঠানো হয়। তারপর তাঁরা বঙ্গভবনে যান। সেখানে পদত্যাগের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে বেলা আড়াইটার দিকে সামরিক হেলিকপ্টারে করে ছোট বোনসহ ভারতের উদ্দেশে উড্ডয়ন করেন শেখ হাসিনা।

আপাতত ভারতেই থাকবেন হাসিনা

বুধবার রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শেখ হাসিনা ভারতে থাকলেও তিনি কোথায় যাবেন বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে ভারত সরকারের একটি সূত্র এনডিটিভিকে জানিয়েছেন, দেশটির সরকার হাসিনাকে অন্তর্বর্তী (সাময়িক সময়ের জন্য) আশ্রয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তবে সরকার হাসিনাকে এখন তাদের গলার কাটা মনে করে। কারণ ভারত সরকার চায়না শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের পরবর্তী সরকারের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করতে। তাছাড়া, যেহেতু বাংলাদেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্র তাই শেখ হাসিনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের জন্য অনেক কঠিন হয়ে পড়বে। যেহেতু বাংলাদেশের মানুষ শেখ হাসিনার ওপর বিক্ষুব্ধ তাই তাঁকে দীর্ঘদিন কড়া সিকিউরিটি পাহারায় রাখতে হবে। এটা ভারতের জন্য অনেক ব্যয়বহুল।

যুক্তরাজ্য বলছে এ ধরনের নিয়ম নেই

যুক্তরাজ্যের অভিবাসন আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি আশ্রয় বা সাময়িক আশ্রয়ের জন্য এ দেশে আসতে পারবেন না বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্য। বৃটিশ হোম অফিসের একজন মুখপাত্র এই তথ্য জানিয়েছেন।

ওই মুখপাত্র মঙ্গলবার এনডিটিভিকে বলেন, 'যেসব ব্যক্তির প্রয়োজন রয়েছে তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের গর্বিত রেকর্ড রয়েছে। তবে আশ্রয় বা সাময়িক আশ্রয়ের জন্য কাউকে যুক্তরাজ্যে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়ার কোনো বিধান নেই। যাদের আন্তর্জাতিক সুরক্ষা প্রয়োজন, তাদের প্রথমে নিরাপদ যে দেশে পৌঁছান, সেখানে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। এটি সুরক্ষার দ্রুততম পথ।'

তবে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি সান জানিয়েছে, এই সময়ের মধ্যে শেখ হাসিনা যাতে যুক্তরাজ্যে আশ্রয় পান, তা নিশ্চিত করতে তাঁকে যাবতীয় সহযোগিতা দেবে ভারত।

বঙ্গবন্ধুর মূর্তি ভাঙচুর,যা বললেন ড. ইউনূস

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য প্রিন্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ড. মুহাম্মদ ইউনুস বলেন,

প্রথম কথা হলো আমরা স্বাধীন হয়েছি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এতদিন আমরা ছিলাম দখল হয়ে যাওয়া একটি দেশে থাকার মতো। এখানে শেখ হাসিনা যে আচরণ করছিলেন তা দখলদার বাহিনী, একজন স্বৈরশাসক, একজন জেনারেল এবং আরও অনেকের মতো। তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। সোমবার বাংলাদেশের সব মানুষ নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করছেন। আবারও তারা দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জন করলেন। সারাদেশে এই স্বাধীনতা উদযাপিত হচ্ছে।

এ পর্যায়ে উপস্থাপিকা জানতে চান- শেখ হাসিনা পদত্যাগ করার পর প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তি ভাঙচুর করা হয়েছে।

জবাবে ড. ইউনূস বলেন, এটা দেখিয়ে দিয়েছে যে জনগণ হাসিনা সম্পর্কে কি অনুভব করে। হাসিনা নিজে যা করেছেন নিজের জন্য এবং তার পিতার জন্য, তারই ফল এটা। তিনিই এমন ক্ষতি অর্জন করেছেন। এটা যুব সমাজের ত্রুটি নয়। এটা হলো শেখ হাসিনার ভুল।

দেশ ছাড়তে গিয়ে আটকে যাচ্ছেন ক্ষমতাচ্যুত মন্ত্রী-এমপিরা

শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিলেও দেশে রয়ে গেছেন সদ্য ক্ষমতাচ্যুত সরকারের অনেক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী। এসব মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ সরকারের অনেক আমলা এখন দেশ ছাড়ার চেষ্টা করছেন। একই চেষ্টায় আছেন আওয়ামী লীগ ও দলটির ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতারা। কিন্তু দেশ ছাড়তে গিয়ে বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরে আটকে যাচ্ছেন তারা। এরই মধ্যে দেশ ছাড়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন সদ্য ক্ষমতাচ্যুত সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল জুনাইদ আহমেদ পলকের। এ লক্ষ্যে গত ৬ আগস্ট বিমানবন্দরে যান তিনি। তাকে দেশ ছাড়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। বেলা ৩টার দিকে বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে আটকে দেয়া হয় তাকে।

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) একটি সূত্র জানায়, দিল্লি যাওয়ার উদ্দেশে জুনাইদ আহমেদ পলক বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে অপেক্ষা করছিলেন। বেবিচক কর্মচারীরা তাকে চিনতে পারেন। পরে বিমান বাহিনীর কর্মকর্তারা এসে পলককে নিয়ে যান।

একই বিমানবন্দরে আটকে দেয়া হয় ড. হাছান মাহমুদকে। তিনি আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদেও আছেন। মঙ্গলবার বিকালে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, ড. হাছান মাহমুদ দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সফল হননি। তাকে আটকে দেয়া হয়েছে। তবে আটকে দেয়ার পর হাছান মাহমুদকে কোথায় রাখা হয়েছে, সেটি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

মঙ্গলবার বিমানবন্দরে ছাত্রলীগের দুই নেতাকেও আটকে দেয়ার খবর পাওয়া গেছে। তারা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকত ও ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ মাহমুদ। এর মধ্যে সৈকতকে ইমিগ্রেশন থেকে আটক করা হয়। বর্তমানে তিনি ইমিগ্রেশনের হেফাজতে আছেন।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় গত ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগ রয়েছে এ দুই নেতার বিরুদ্ধে। ওইদিন শিক্ষার্থীদের ওপর দফায় দফায় হামলা হয়। আহত হয় তিন শতাধিক শিক্ষার্থী। হামলার সময় ছাত্রলীগ-যুবলীগের কোনো কোনো নেতাকর্মীর কাছে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় ধরা পড়েন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের (রাসিক) হিসাবরক্ষক নিজামুল হুদা। তাকে বিজিবির মাধ্যমে শিবগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। নিজামুল হুদার কাছে নগদ ৩ লাখ ৩১ হাজার টাকা পাওয়া গেছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর ব্যাটালিয়নের (৫৯ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া সংবাদমাধ্যমে জানান, নিজামুল হুদার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। সোনামসজিদ দিয়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে আটক করা হয়।

রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা করা ইমানি দায়িত্ব

মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা করা প্রতিটি নাগরিকের ইমানি দায়িত্ব। যেহেতু এটা রাষ্ট্রীয় সম্পদ, তাই এটা দেশের আপামর জনগণের হক। এ সম্পদ দেশের মানুষের কাছে আমানত। কোনোভাবেই তা নষ্ট ও অপচয় করার সুযোগ নেই। যে বা যারা এটা নষ্ট ও অপচয় করবে, এর সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত থাকবে যা প্রত্যেকেই পাপের ভাগিদার হবে। পবিত্র কুরআনে বারবার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে আমানত রক্ষার জন্য। সরকারি সম্পদ জনগণ ও দায়িত্বশীলদের কাছে আমানত। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকের কাছে পেশ করো না।'-সূরা আল বাকারা : ১৮৮। প্রকৃত ইমানদার হওয়ার অন্যতম আলামত হলো আমানত রক্ষা করা। আল্লাহতায়ালা বলেন, আর (তারাই প্রকৃত মুমিন) যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।-সূরা আল মুমিনুন : ৮। আল্লাহতায়ালা আরও বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতকে তার মালিকের কাছে প্রত্যর্পণ করো বা ফেরত দাও।'-সূরা আন-নিসা : ৫৮।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত এক হাদিসে উল্লেখ আছে, কেয়ামত দিবসে তিন ধরনের মামলা উঠবে এক. ক্ষমার অযোগ্য মামলা। সেটি হলো শিরক করে তওবা ছাড়া মারা যাওয়া, দুই. আল্লাহর হকসংশ্লিষ্ট বিধান না মানা। সেগুলো আল্লাহ চাইলে মাফ করতে পারেন, চাইলে সাজাও দিতে পারেন। তিন. বান্দার হক নষ্ট করা। কারও হক নষ্ট করা, কাউকে গালি দেওয়া, কারও জমি আত্মসাৎ করা। এসব মামলার বিষয়ে আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'এই মামলা আমার কাছে নয়। ওই বান্দা যদি তোমাকে ছাড় দেয় তো দিল, আর না দিলে আমি আল্লাহর কিছু করার নেই।'

এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের কোনো সম্পদ নষ্ট করলে-পুরো দেশের মানুষের কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে। আর তারা ক্ষমা না করলে কিয়ামতের যে মুহূর্তে সবাই একটা নেকির জন্য হাঁসফাঁস করতে থাকবে, তখন আমাকে আমার নেকির বিনিময়ের মাধ্যমে এই ঋণ পরিশোধ করে নিতে হবে। এ বিষয়ে একটি হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে। হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-তোমরা কি জান (প্রকৃত) গরিব কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা তো মনে করি, আমাদের মধ্যে যার টাকা-পয়সা, ধনদৌলত নেই, সেই গরিব। তিনি (সা.) বললেন, কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্যে সেই সবচেয়ে বেশি গরিব হবে, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে নামাজ, রোজা ও জাকাত আদায় করে আসবে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেসব লোকেদেরও নিয়ে আসবে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারও অপবাদ রটিয়েছে, কারও সম্পদ খেয়েছে, কাউকে হত্যা করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে; এমন ব্যক্তিদের তার নেকিগুলো দিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর যখন তার নেকি শেষ হয়ে যাবে অথচ পাওনাদারের পাওনা তখনো বাকি, তখন পাওনাদারদের গোনাহ তার ওপর ঢেলে দেওয়া হবে, আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর প্রতিটি নাগরিকের এ আমানত রক্ষা করা উচিত। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা তোমাদের নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, তোমাদের আমানতগুলো প্রাপকের কাছে পৌঁছে দাও।' (সূরা নিসা : আয়াত ৫৮)।

পেয়ারা নবি মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'লা ঈমানা, লিমান লা আমানাতা লা'। অর্থাৎ-'যার আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই'। (মুসনাদে আহমদ)। রাষ্ট্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য, রাষ্ট্রীয় সম্পদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে প্রিয় নবি (সা.) বলেন, 'তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সহিহ বুখারি)। রাষ্ট্রীয় গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, পাহাড়, মাটি, বন, বালি, আরও যে কোনো সম্পদ যথাযথ ব্যবহার না করলে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপচয় হবে। অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই'। (বনি ইসরাইল : আয়াত ২৭)।

আমাদের দেশে রয়েছে অনেক সরকারি খাস জমিন, যা রাষ্ট্রীয় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। সেখানে অবৈধ স্থাপনা, পাহাড় কাটা, বন উজাড় করা, নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাতের শামিল। নবি মুহাম্মদ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে, এক বিঘা জমি দখল করে, কিয়ামতের দিন ৭ স্তবক জমিন, তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। (আল হাদিস)।

সম্পদ আত্মসাৎ করা কবিরা গোনাহ। এর ফলে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। মহান রাব্বুল আলামিন বলেন, 'যারা আত্মসাৎ করে, তারা কিয়ামতের দিন আত্মসাৎকৃত সম্পদসহ উপস্থিত হবে। আর প্রত্যেকে তার উপার্জনের ফল ভোগ করবে'। (আল কুরআন)। সুনানে আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় এসেছে, হজরত যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, 'খায়বার যুদ্ধে জনৈক ব্যক্তি কোনো দ্রব্য আত্মসাৎ করে। পরে সে মারা গেলে, রাসূলে কারিম (সা.) তার জানাজা পড়াননি। বরং বললেন, সে সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তার জিনিসপত্র তল্লাশি করে তাতে একটি রেশমি বস্ত্র পেয়েছিলাম। সহিহ মুসলিম ও বুখারি শরিফে বর্ণিত, একবার রাসূল (সা.) ইবনুল লুতবিয়াকে বায়তুল মালের অর্থ আদায়ের জন্য নিয়োগ করেন। তিনি ফিরে এসে আদায়কৃত অর্থগুলো দুভাগে ভাগ করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এগুলো রাষ্ট্রের সম্পদ, আর এগুলো আমার সম্পদ। যা মানুষ আমাকে হাদিয়া দিয়েছে। তার কথা শুনে রাসূল (সা.) খুব রেগে গেলেন। তিনি সাহাবাদের বললেন, তোমাদের কাউকে আমি সদকা আদায়ের জন্য পাঠালে, সে ফিরে এসে বলে, এগুলো রাষ্ট্রের আর এগুলো আমার সম্পদ, যা মানুষ আমাকে হাদিয়া দিয়েছে। তার চিন্তা করা উচিত, যদি সে বাড়িতে বসে থাকত, তাহলে মানুষ তখন তাকে হাদিয়া দিত না।

রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহর কসম! যারা রাষ্ট্রের সম্পদ রক্ষা করবে না, আমানতের খেয়ানত করবে, কিয়ামতের দিন তারা উট কাঁধে নিয়ে উঠবে। সে চিৎকার করে আমার কাছে সাহায্য চাইবে, কিন্তু সে দিন আমি তার কোনো সাহায্য করব না। আলোচ্য কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা করা মুমিনের ইমানি দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটি একটি বিশাল আমানত।

সব কাজে পরামর্শ করা নবিজির সুন্নত

রাশেদ নাইব

আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। একেক বিষয়ে একেকজন পারদর্শী। পৃথিবীর সব বিষয়ে একজন পারদর্শী এমন কোনো মানুষ দুনিয়াতে নেই। এজন্য আমাদের কোনো কাজ করার প্রয়োজন হলে আমরা পরামর্শ করি। আল্লাহ আমাদের প্রিয় নবিকে পরামর্শের আদেশ করেছেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, তারা (মুসলমানরা) পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে (সূরা আশ-শুরা ৩৮)। পরামর্শ এত অত্যধিক গুরুত্বের কারণে প্রিয় নবি (সা.) সবচেয়ে বেশি পরামর্শ করতেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে বেশি পরামর্শকারী অন্য কাউকে দেখিনি (সহিহ ইবনে হিব্বান, ৪৮৭২)। রাসূল (সা.) যেখানে এত বেশি পরামর্শের গুরুত্ব দিতেন, সেখানে আমরা তো এর প্রতি আরও বেশি এর মুখাপেক্ষী।

আমরা ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি, সিদ্ধান্ত গ্রহণে হিমশিম খেতে হয়। তখন সে বিষয়ে পরামর্শ করলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। সে জন্য রাসূল (সা.) ব্যক্তিগত জীবনেও পরামর্শ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। ফাতেমা বিনতে কাইস (রা.) বলেন, একবার আমি নবি (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম যে, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফয়ান (রা.) ও আবু জাহম (রা.) আমাকে বিবাহের পায়গাম পাঠিয়েছেন। (এ ক্ষেত্রে আমি কী করব?) রাসূল (সা.) বললেন, আবু জাহম এমন লোক যে, তার কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না। আর মুয়াবিয়া তো নিঃসম্বল, গরিব মানুষ। বরং তুমি ওসামা ইবনে জায়েদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হও। কিন্তু আমি তাকে পছন্দ করলাম না। পরে তিনি আবার বললেন, তুমি ওসামাকে বিয়ে কর। কিন্তু আমি তাকে পছন্দ করলাম না। তিনি আবার বললেন, তুমি ওসামাকে বিয়ে কর। তখন আমি তার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলাম। আর আল্লাহ এতে (তার ঘরে) আমাকে বিরাট কল্যাণ দান করলেন। আর আমি ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হলাম' (সহিহ মুসলিম-৩৫৮৯)।

নবি (সা.) রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। হাদিসের কিতাবে এ সংক্রান্ত অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে, উহুদের যুদ্ধের সময়, হুদাইবিয়াসহ বিভিন্ন যুদ্ধে রাসূল (সা.) সাহাবাদের সঙ্গে গুরুত্বসহ পরামর্শ করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যেকেই নিজের মতামত রাসূলের সামনে পেশ করেছেন।

যে কোনো বিষয়ে যে কারও সঙ্গে পরামর্শ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে, আমি যে বিষয়ে পরামর্শ করব, তা এমন ব্যক্তির সঙ্গে হওয়া চাই, যে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ। যদি তার সে বিষয়ে কোনো জ্ঞানই না থাকে, তাহলে তার সঙ্গে পরামর্শ করে কোনো উপকার আসবে না। সেজন্য যার সঙ্গে পরামর্শ করব, তার ব্যাপারে ভালোভাবে অবগত হওয়া। ইলেমহীন বেদ্বীন লোকদের সঙ্গে পরামর্শের মধ্যে সুফলের চেয়ে কুফল বেশি।

অনেকের ধারণা, পরামর্শ শুধু বড়দের সঙ্গেই করা হয় বা তাদের সঙ্গেই করা জরুরি। এ ধারণা ঠিক নয়, বরং বড়দের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। তাদের অবর্তমানে নিজের সমবয়সি বা ছোটদের সঙ্গেও পরামর্শ করতে সমস্যা নেই। আমাদের নবি সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন। তবু আল্লাহতায়ালা তাঁকে সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, পরামর্শের ক্ষেত্রে বড়রা কোনোভাবেই অমুখাপেক্ষী নয়। তাদেরও ছোটদের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।

আমার কাছে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বিষয়ে পরামর্শ চায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই তাকে উত্তম পরামর্শ দিতে হবে। যদি সে বিষয়ে আমার কোনো অভিজ্ঞতা আর তেমন জানাশোনা না থাকে, তাহলে তাকে কোনো পরামর্শ না দেওয়া। আর পরামর্শের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আমানতদারিতা রক্ষা করা। এ পরামর্শের কারণে তার মনে কষ্ট পাওয়া কিংবা অন্য কোনো ক্ষতির দিকে দেখা ভিন্ন পরামর্শ না দেওয়া। কিংবা শুধু মনোরঞ্জনের জন্যই পরামর্শ দিয়ে দেওয়া-এসব থেকে বিরত থাকতে হবে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি (সা.) বলেছেন, আমি যা বলিনি তা যে ব্যক্তি আমার প্রতি আরোপ করবে সে যেন দোজখে তার স্থান করে নিল। কোনো ব্যক্তির কাছে তার কোনো মুসলমান ভাই পরামর্শ চাইল, কিন্তু সে তাকে ভ্রান্ত পরামর্শ দিল। সে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। আর যে ব্যক্তি দলিল-প্রমাণ ছাড়াই ফতোয়া দিল, তার এ ফতোয়াদানের পাপ তার ওপর বর্তাবে (আল-আদাবুল মুফরাদ-২৫৮)।

পরামর্শের মাধ্যমে কোনো কাজ করা হলে সবচেয়ে বড় ফায়দা হচ্ছে, প্রত্যেকের সুন্দর সুন্দর মতামত সামনে আসে। যখন প্রত্যেকের ভেতরের সুন্দর জিনিসগুলো সামনে আসে, তখন এর মাধ্যমে সুন্দর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়। পাশাপাশি এর মাধ্যমে পরস্পর সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। যাদের সঙ্গে নিয়ে পরামর্শ করা হয় তাদের মনোরঞ্জনও হয়।

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	৯	৩:৫৫	৫:৩৪	০১:১১	৬:১৪	৮:৩৭	৯:৪২
শনিবার	১০	৩:৫৭	৫:৩৬	০১:১১	৬:১৩	৮:৩৫	৯:৪০
রবিবার	১১	৩:৫৯	৫:৩৭	০১:১১	৬:১২	৮:৩৩	৯:৩৯
সোমবার	১২	৪:০১	৫:৩৯	০১:১১	৬:১১	৮:৩১	৯:৩৭
মঙ্গলবার	১৩	৪০৩	৫:৪১	০১:১০	৬:০৯	৮:২৯	৯:৩৫
বুধবার	১৪	৪:০৫	৫:৪২	০১:১০	৬:০৮	৮:২৭	৯:৩৩
বৃহস্পতিবার	১৫	৪:০৭	৫:৪৪	০১:১০	৬:০৬	৮:২৫	৯:৩১

সিলেটে আ'লীগের ২৫ নেতার বাসা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে হামলা

পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এসপি কার্যালয়, কোতোয়ালি থানা, বন্দরবাজার, সোবহানীঘাট ও লামাবাজার পুলিশ ফাঁড়ি

সিলেট প্রতিনিধি, ৯ আগস্ট ২০২৪ : শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর সোমবার (৫ আগস্ট) মধ্যরাত পর্যন্ত নগরের বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী অঙ্গসংগঠনের অন্তত ২৫ জন শীর্ষ পর্যায়ের নেতার বাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। তবে এসব হামলায় কতজন হতাহত হয়েছেন, সেটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বাসায় হামলার পাশাপাশি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সিলেট পুলিশ সুপারের কার্যালয়; সিলেট কোতোয়ালি মডেল থানা; বন্দরবাজার, সোবহানীঘাট ও লামাবাজার পুলিশ ফাঁড়ি। এ ছাড়া সিলেট জেলা পরিষদ এবং নগর ভবনেও হামলা-ভাঙচুর চালানো হয়। এর বাইরে সিলেটের পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় ও কেন্দ্রীয় কারাগারে ভাঙচুরের চেষ্টা হয়েছিল বলে দুটি সূত্র নিশ্চিত করেছে।

৬ আগস্ট মঙ্গলবার সরেজমিন দেখা গেছে, নগরের বন্দরবাজার এলাকায় জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের ভবনের ভেতর থেকে ধোঁয়া উড়ছে। ভবনের সামনে বেশ কয়েকটি পোড়া গাড়ি পড়ে আছে। লোকজন এখানে ভিড় করে ধ্বংসস্তূপের ছবি তুলছেন। ভাঙচুরের শিকার নগর ভবনের সামনে পড়ে থাকা কাচ পরিষ্কার করছেন সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা। অন্যদিকে বন্দরবাজার, সোবহানীঘাট ও লামাবাজার পুলিশ ফাঁড়িও পুড়ে গেছে।

একাধিক পুলিশ সদস্য জানিয়েছেন, জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের কোনো জরুরি কাগজপত্রই আর অবশিষ্ট নেই। আসবাবসহ সব জরুরি কাগজ পুড়ে ছাই হয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে বন্দরবাজার, সোবহানীঘাট ও লামাবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ক্ষেত্রেও। আজ মঙ্গলবার কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

তবে পুলিশ সুপারের কার্যালয় ও ফাঁড়িগুলো পুনরায় সংস্কার করে চালু করা হলেও জরুরি কাগজপত্রের অভাবে মারাত্মক সমস্যায় পড়তে হবে।

এদিকে প্রত্যক্ষদর্শী ও আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা-কর্মী বলেন, শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবর প্রচারিত হওয়ার পরপরই পৃথক মিছিল নিয়ে একদল মানুষ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের গুরুত্বপূর্ণ ও পরিচিত নেতাদের বাসায় গিয়ে হামলা চালায়। হামলা-ভাঙচুর হয়েছে সদ্য বিদায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রী, দুজন সংসদ সদস্য, সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র ও একাধিক কাউন্সিলরের বাসভবনেও।

ভাঙচুরের পাশাপাশি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রবাসী ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী ও সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিকুর রহমান চৌধুরী, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সিলেট-১ (সদর ও নগর) আসনের সংসদ সদস্য এ কে আবদুল মোমেন, সুনামগঞ্জ-১ (তাহিরপুর, জামালগঞ্জ, ধর্মপাশা ও মধ্যনগর) আসনের সংসদ সদস্য রনজিত চন্দ্র সরকার এবং সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বাসভবন। শাপলাবাগ এলাকায় শফিকুরের, ধোপাদিঘিরপার এলাকায় মোমেনের, গোপালটিলা এলাকায় রণজিতের এবং পাঠানটুলা এলাকায় আনোয়ারুজ্জামানের বাসা অবস্থিত।

আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা জানান, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন খানের বাসায়ও হামলা চালানো হয়। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের তিনবারের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিসবাহ উদ্দিন সিরাজের শ্বশুরবাড়িও আক্রমণের শিকার হয়েছে।

সিলেট সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলরদের মধ্যে ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজাদুর রহমান আজাদের বাসায় হামলা ও ভাঙচুর করা হয়। এ ছাড়া গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম এবং ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও সিলেট সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি রুহেল আহমদের কার্যালয়। সিটি করপোরেশনের প্যানেল মেয়র, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও মহানগর আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মো. মখলিছুর রহমান কামরানের কার্যালয়েও হামলা করা হয়। আওয়ামী লীগপন্থী হিসেবে পরিচিত ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তারেক উদ্দিন তাজের বাসা ভাঙচুরের পাশাপাশি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িও ভস্মীভূত হয়।

এ ছাড়া দলনিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও ৫নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রেজওয়ান আহমদের বাসায়ও ভাঙচুরের পাশাপাশি আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। রেজওয়ানের বড় ভাই সিলেটের প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও জাসদ সিলেটের সভাপতি লোকমান আহমদ। নগরের আম্বরখানা বড়বাজার এলাকায় তাঁদের যৌথ পরিবারের বসবাস।

হামলা-ভাঙচুরের শিকার হয়েছে সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মাসুক উদ্দিন আহমদ ও সহসভাপতি আসাদ উদ্দিন আহমদ, সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নাজমুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক রাহেল সিরাজ, সিলেট নগর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আফতাব হোসেন খান এবং সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক গোলাম সোবহান চৌধুরীর বাসভবনও।

বাসাবাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ ঘরানার নেতাদের একাধিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানেও হামলা চালানো হয়। এর মধ্যে নগরের চৌহাট্টা এলাকায় অবস্থিত সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক মো. মবশ্বির আলী এবং সিলেট জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমদের ফার্মেসি ভাঙচুর ও লুটপাট শেষে আগুন দিয়ে সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সিলেট নগরের বড় ফার্মেসিগুলোর মধ্যে এ দুটো ফার্মেসিও ছিল।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) কার্যনির্বাহী সদস্য ও সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মাহি উদ্দিন আহমদ সেলিমের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান মাহাতেও ভাঙচুর ও লুটপাট হয়েছে। সিলেটে সবচেয়ে বড় কয়েকটি কাপড় ও প্রসাধনসামগ্রীর দোকানের মধ্যে এটি একটি। নগরের নয়াসড়ক এলাকায় প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত।

এ ছাড়া নগরের ধোপাদিঘিরপার এলাকার হোটেল অনুরাগসহ নগরের বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানেও হামলা-ভাঙচুর চালানো হয়।

এদিকে মঙ্গলবার পৌনে একটার দিকে সিলেট এমসি কলেজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল এবং গত সোমবার রাতে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং চেতনা ৭১ ভাস্কর্য ভাঙচুর করা হয়।

গোলাপগঞ্জে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশ ও বিজিবির সংঘর্ষে নিহত ৬

সিলেট প্রতিনিধি, ৯ আগস্ট ২০২৪ : সিলেটের গোলাপগঞ্জে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশ ও বিজিবির সংঘর্ষে গুলিতে ৬ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত শতাধিক। গত রোববার (৪ আগস্ট) বেলা ২টার দিকে গোলাপগঞ্জ পৌর এলাকার ধারাবহরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে এ সংঘর্ষ ঘটে।

নিহতরা হলেন- উপজেলার বারকোট গ্রামের মৃত মকবুল আলীর ছেলে ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার তাজ উদ্দিন (৪৩), ঢাকাদক্ষিণ বাজারের ব্যবসায়ী ও নিশ্চিন্ত গ্রামের বাসিন্দা কয়ছর আহমদের ছেলে নজমুল ইসলাম (২৪) ও আমুড়া ইউনয়নের শিলঘাটের বাসিন্দা মৃত কয়ছর আহমদের ছেলে সানি আহমদ (২১), গোলাপগঞ্জ পৌর শহরের ঘোষগাওয় এলাকার মুরারক আলীর ছেলে গৌছ উদ্দিন (২৯), ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের বায়গড় লেছুবাগান গ্রামের মৃত ছুরাই মিয়ার ছেলে হাসান আহমদ (১৮) ও দত্তরাইল বাসাবাড়ি এলাকার আলাই মিয়ার ছেলে মিনহাজ আহমদ (২৩)।

সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সদস্যরা নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এরমধ্যে গৌছউদ্দিন ও মিনহাজের মরদেহ ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রয়েছে।

গোলাপগঞ্জ উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (ইউএইচও) ডা. সুদর্শন সেন বলেন, নিহতদের মধ্যে তাজ ও নজমুলের মরদেহ হাসপাতালে রয়েছে। লোকজন বলাবলি করছিল আরো চারজন মারা গেছেন। তাদের মরদেহ আমরা পাইনি।

এছাড়া সংঘর্ষে আরো ২৫/৩০ জন আহত হয়েছেন। তাদের সাময়িক চিকিৎসা দিয়ে ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে, বলেও জানান এই চিকিৎসক।

এদিকে, সানি আহমদের মৃত্যুর বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন গোলাপগঞ্জ উপজেলার আমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আব্দুল গফফার। নিহতদের মধ্যে তাজ উদ্দিনের লাশ নিয়ে পৌরশহরে এসে ধারাবহর এলাকাবাসী বিক্ষোভ মিছিল করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, দুপুরে গোলাপগঞ্জের ঢাকা দক্ষিণ ডিগ্রি কলেজের সামনে থেকে ছাত্র-জনতা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে উপজেলার ধারাবহর এলাকা পুলিশ ও বিজিবির সঙ্গে ছাত্র-জনতার তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। বিভিন্ন মসজিদে ঘোষণা দিয়ে এসময় এলাকাবাসীও সংঘর্ষে জড়িত হন। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে ছাত্র-জনতা ও এলাকাবাসী পুলিশ-বিজির দিকে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে এবং পুলিশ-বিজিবি গুলি, টিয়ার সেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে থাকে। এক পর্যায়ে পুলিশ ও বিজিবি পিছু হটতে বাধ্য হয়। সংঘর্ষ গোলাপগঞ্জ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বেলা ২টার দিকে পৌর এলাকার ধারাবহরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে কিছু মানুষ জড়ো হলে সেখানে পুলিশ ও বিজিবি উপস্থিত হয়। এতে জনতার মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। এসময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে তাজ উদ্দিন ও সানি আহমদ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সিলেট জেলার সহকারী পুলিশ সুপার (মিডিয়া) মো. সম্রাট তালুকদার সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ওই এলাকায় পরিস্থিতি খুবই থমথমে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টায় রয়েছে। যে কারণে হতাহতের

শেখ হাসিনার পলায়ন, জনতার জয়

আবু সাঈদ খান

ক্ষমতা স্থায়ী নয়। জোর করে ক্ষমতায় আসা যায়, অনেক দিন থাকাও যায়। কিন্তু এক সময় বিদায় অনিবার্য হয়। জনগণের কাছে প্রত্যাখ্যাত হতে হয়। শেখ হাসিনার করুণ বিদায়ের মধ্য দিয়ে তা আরেকবার প্রমাণ হলো।

বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু যখন সপরিবারে নিহত হলেন, তখন তিনি ও তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা বিদেশে ছিলেন। তাই প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। প্রতিকূল পরিবেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সহৃদয়তায় সেখানে আশ্রয় পেয়েছিলেন। ১৯৮১ সালে সেখান থেকে দেশে ফিরলেন। সেদিন বাংলার মানুষের মধ্যে সে কী উচ্ছ্বাস! আমি তখন আওয়ামী লীগের কেউ না। আওয়ামী লীগের রাজনীতি থেকে আমার যোজন যোজন দূরত্ব। তার পরও আমি শেরেবাংলা নগরে অনুষ্ঠিত শেখ হাসিনার সংবর্ধনা সভায় গিয়েছিলাম। তাঁর কথা ও কান্না আমাকেও স্পর্শ করেছিল। তখন আমার মনে হয়েছিল, শেখ হাসিনা বাংলার মানুষের হৃদয়ে ঠাঁই পাবেন। এমন কথা আওয়ামী লীগের অনেক কট্টর সমালোচকের মুখেও শুনেছি।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলে উঠলেন। তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী এরশাদবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নায়ক এবং ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রবর্তনের অন্যতম রূপকার। বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা হারানোর ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করলেন। সেই সরকার জাতিকে এক বিরল সুশাসন উপহার দিল।

২০০১ সালে ক্ষমতায় আসতে পারল না। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি ক্ষমতাসীন হয়। বিএনপিও ১৯৯১-৯৬ সালের শাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারল না। শুরু হলো লুটপাটের রাজনীতি, দলীয় ক্যাডারদের দৌরাত্ম্য, ক্ষমতা ধরে রাখার নানা অপকৌশল। এর বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সোচ্চার ছিল। সোচ্চার ছিল অন্যান্য দলও। সে যাই হোক, ১/১১ এর প্রেক্ষাপটে ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ আবার বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় এলো। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বিএনপির শাসনের চেয়ে জোরেশোরে লুটপাট-দুর্নীতি শুরু হলো; নেতাকর্মীর দৌরাত্ম্য বাড়ল; আমলা-পুলিশও চাটুকারিতায় নিয়েজিত হলো। ক্ষমতাসীনদের ঘিরে সুবিধাভোগী গোষ্ঠী তৈরি হলো। সবচেয়ে কষ্টকর, সব অপকর্ম শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও বিকৃত করা হলো।

এক দল চাটুকর শেখ হাসিনার গুণকীর্তনে মগ্ন হলেন। তাঁকে বলতে শুরু করলেন, আপনি বিশ্বনেত্রী। আপনার মতো নেত্রী আর কোথাও নেই। নোবেল পুরস্কার আপনারই প্রাপ্য।

এভাবেই একদা জননেত্রী শেখ হাসিনার জনবিচ্ছিন্নতা বাড়তে লাগল। যে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য ২১ বছর লড়লেন; জান বাজি লড়াই করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান কায়েম করলেন; তা পরিহার করে ২০১৪ সালে বিরোধী দলকে মাঠের বাইরে রেখে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষমতায় গেলেন। ২০১৮ সালে দিনের ভোট রাতে দিয়ে জয়ী হলেন। ২০২৪ সালে আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত ভোটখেলায় আরেক মেয়াদে ক্ষমতাসীন হলেন।

এটি সত্য যে, টানা ১৬ বছরের শাসনে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে; পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেলসহ নানা স্থাপনা নির্মিত হয়েছে। তা ছাপিয়ে উঠেছে মন্ত্রী-এমপিদের বিত্তবৈভবের প্রতিযোগিতা; বেনজীর-মতিউরদের লুটপাটের কেচ্ছাকাহিনি। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তাঁর একজন পিয়ন ৪০০ কোটি টাকার মালিক। কিন্তু আমজনতার আয় বাড়েনি, ব্যয় বেড়েছে। আয়-ব্যয়ের হিসাব মিলছে না। দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না সাধারণ মানুষ।

একদা এমপি-মন্ত্রীরা জনগণের কাছে আসতেন, তাদের কথা শুনতেন। জনগণ বলতে পারতেন, জিনিসপত্রের দাম না কমলে, ছেলেমেয়েদের চাকরি না হলে ভোটের বাক্সে জবাব দেব। শেখ হাসিনার শাসনামলে সে সুযোগ তিরোহিত হয়। নেতারা বলতেন- নৌকা মার্কা পেলেই চলবে, ভোট লাগবে না। ভোটে জিততে ভোটার লাগে না, দরকার ক্যাডার আর আমলা-পুলিশের।

তাই ভোট দিতে না পারার যন্ত্রণা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, লুটপাট, দুর্নীতি, কর্তৃত্ববাদী শাসনের ফলে জনমনে যে ক্ষোভ জমাট বেঁধেছিল, তা আছড়ে পড়েছিল শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে। তারা বিস্মৃত হয়েছিলেন, অবকাঠামোগত উন্নয়নই কেবল উন্নয়ন নয়; জনগণের জীবনমানের উন্নয়নই আসল কথা। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তান আমলের আইয়ুবের শাসনের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রেসিডেন্ট ফি[] মার্শাল আইয়ুব খান ১০ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। তাঁর শাসন আমলেই রাস্তাঘাটসহ ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছিল। শহর ও গ্রামে, রাজনীতিক ও আমলাদের মধ্যে একটি সুবিধাভোগী গোষ্ঠী জন্ম নিয়েছিল। তারাই ছিল আইয়ুবের তল্পিবাহক। ১৯৬৮ সালে ঘটা করে উন্নয়ন দশক পালন করেছিল। সাধারণ মানুষের গায়ে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। তাদের কষ্টবোধ ছিল, ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিল, কেবল বিডি মেম্বাররাই ছিল ভোটের মালিক। জনগণ উপহাস করে বলত, আইয়ুবের ৮০ হাজার ফেরেশতা; যার মধ্যে বাংলাদেশে ছিল ৪০ হাজার। 'উন্নয়ন দশক'-এর এক বছরের মাথায় জনগণের সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভের আগুন জ্বলেছিল ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে, যা স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়েছিল।

৫৫ বছর পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। স্বাধীন বাংলাদেশে গণআন্দোলনের মুখে স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার পতন ঘটল আরও করুণভাবে। তিনি হেলিকপ্টারযোগে দেশ থেকে পালিয়ে ভারতের আগরতলায় আশ্রয় নিলেন। বলা বাহুল্য, শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারত, চীন ও রাশিয়ার সমর্থন ছিল। তাতে কোনো কাজ দিল না। একদা যাদের ভোটাধিকার কেড়েছিলেন; ন্যায়সংগত দাবি অগ্রাহ্য করেছিলেন, আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের রাজাকারের নাতিপুতি বলে উপহাস করেছিলেন। ভুলে গিয়েছিলেন সেই অমোঘ বাণী, 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা, আজ জেগেছে সেই জনতা।' সেই জাগ্রত জনতার ভয়ে শেখ হাসিনাকে পালিয়ে যেতে হলো। প্রমাণিত হলো দেশের মালিক জনগণ। জনগণের শক্তিই বড় শক্তি।

শেখ হাসিনার বিদায়, জনতার জয়। এখন যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আসছে, তাদের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ ভূলুণ্ঠিত। একাত্তরের চেতনায় বৈষম্যহীন বাংলাদেশ আমরা গড়তে পারিনি। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের স্বপ্ন আমরা বাস্তবায়ন করতে পারিনি। গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা কায়েম করা যায়নি। ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি সুশাসন। আমরা কি ২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর সেই বাংলা ফিরে পাব, যেখানে সবাই মেধা ও যোগ্যতায় চাকরি পাবে, অর্থনীতিতে সাম্য আসবে?

যে শ্রম ও কর্মজীবী মানুষ শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন, তাদের জীবনে কি শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসবে?

তাহলে ভোট ভোট খেলার দরকারটা কী

সোহরাব হাসান

৮ মের উপজেলা নির্বাচন নিয়ে দুই শিবিরেই উথালপাতাল অবস্থা চলছে। কোনো পক্ষই নিজেদের নেতা-কর্মীদের মানাতে পারছে না।

বিএনপি নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়ে রেখেছে অনেক আগেই। এরপরও দলের অনেক নেতা-কর্মী প্রার্থী হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে দল থেকে তাঁদের বহিষ্কার করা হলো। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মিলে ৭৩ জন।

চার পর্বের প্রথম পর্বে ৭৩ জনকে বহিষ্কার করতে হলে বাকি তিন পর্বে এই সংখ্যা কয়েক শতে দাঁড়াবে। গণহারে বহিষ্কার নিয়ে দলের ভেতরেই কথা উঠেছে। বিএনপির অনেকে মনে করেন, এভাবে একের পর এক নির্বাচন বর্জন করলে সরকারই লাভবান হবে। বিএনপির তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে হতাশা বাড়বে।

দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচন হচ্ছে না বলে বিএনপি প্রথম দিকে কিছুটা নমনীয় ছিল। তাদের ইঙ্গিত পেয়ে জামায়াতে ইসলামী ঘোষণা দিয়েছিল, যেসব উপজেলায় তাদের সম্ভাব্য প্রার্থী আছেন, সেসব উপজেলায় তাঁরা লড়বেন। কয়েকজন আগাম প্রচারও চালিয়েছিলেন। কিন্তু বিএনপির কঠোর অবস্থানের কারণে জামায়াতও দলীয় নেতাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে বলে এবং সবাই সেটা মেনেও নেন। কিন্তু বিএনপিতে তা হয়নি।

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে মোকাবিলা না করে এখন নিজেরা নিজেদের মোকাবিলা করছেন। জাতীয় নির্বাচনের পর উপজেলা নির্বাচনেও তারা আরেকটি প্রীতি ম্যাচ খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সত্যিকার 'ম্যাচটি' কবে হবে?

অ্যাদিকে আওয়ামী লীগ ভেবেছিল বিএনপি নির্বাচনে না আসায় হেসেখেলে বৈতরণি পার হবে। কিন্তু যতই ভোটের তারিখ এগিয়ে আসছে, ততই গোলমাল বাড়ছে।

দলের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে মন্ত্রী-এমপিদের স্বজনদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কে মানে কার কথা। কিন্তু তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের একটাই কথা জয়ী হতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী রাখা যাবে না।

৭ জানুয়ারির নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দেখাতে আওয়ামী লীগ প্রার্থিতা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। বিরোধিরা এর নাম দিয়েছে 'আমি', 'তুমি' ও 'ডামি'র নির্বাচন।

উপজেলা নির্বাচনে প্রতিদিনই নতুন নতুন উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। হুমকি-পা[] হুমকি, গর্জন-বর্জনের আওয়াজ আছে। আগে নির্বাচন এলে আমরা দেখতাম এক দলের প্রার্থী অ্যা দলের প্রার্থীকে শাসাচ্ছেন। এখন একই দলের দুই বা ততোধিক প্রার্থী পরস্পরকে শাসাচ্ছেন। হুমকি দিচ্ছেন।

জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অ্যা প্রতীকের কোনো এজেন্ট কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হবে না, ঢুকলে হাত ভেঙে যমুনা নদীতে নিক্ষেপ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা সাইদুল হাসান ও খন্দকার মোতাহার হোসেন। সাইদুল সরিষাবাড়ী উপজেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদবিষয়ক সম্পাদক। তিনি একটি কলেজের অধ্যক্ষও। আর মোতাহার হোসেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও পিংনা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান।

এই দুই নেতা উপজেলা চেয়ারম্যান পদে আনারস প্রতীকে অংশ নেওয়া ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলামের সমর্থক। এই দুই নেতার তাঁদের হুমকি দেওয়া একটি ভিডিও ক্লিপ ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ সমালোচনা হয়। ভিডিওতে সাইদুল হাসানকে বলতে শোনা যায়, 'আমাদের মধ্যে অসন্তোষ ও হানাহানি করার চেষ্টা করবেন না। যদি করেন, আমি স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই, তাদের দাঁত ভেঙে দেওয়া হবে। যাঁদের দাঁত নাই, তাঁদের চাপার হাড্ডি ভেঙে দেওয়া হবে।...আমরা রফিক সাহেবকে উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবে আজকেই ঘোষণা দিলাম।'

একই ভিডিওতে মোতাহার হোসেনকে বলতে শোনা যায়, 'সাইদুল স্যার যে ঘোষণা দিয়েছেন, আমরাও তাঁর ঘোষণার সঙ্গে একমত। অ্যা কোনো মার্কার এজেন্ট কোনো কেন্দ্রে দিতে দেব না। এজেন্ট দিলে তার হাত বাড়ি দিয়ে ভেঙে আমরা যমুনা নদীতে নিক্ষেপ করব।'

পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এই দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করে। ভোটের আগেই যদি কাউকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করে দেওয়া যায়, তাহলে নির্বাচনের দরকার কী? ভোট ভোট খেলা না করে অমুকে নির্বাচিত হয়েছেন বলে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে দিলেই হয়।

২.

এদিকে গৌরনদী উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে হারিছুর রহমানকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁর শিষ্যরা। মঙ্গলবার উপজেলার চাঁদশী ইউনিয়নের চাঁদশীহাটে আওয়ামী লীগের কর্মিসভায় সরকারি গৌরনদী কলেজ ছাত্রলীগের সাআরণ সম্পাদক শরীফ নাহিয়ান হোসেন রাতুল বলেন, 'হাসানাত আবদুল্লাহর সিদ্ধান্ত হলো, হারিছুর রহমান হারিছ ভাই একমাত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী। তা ছাড়া কোনো প্রার্থী গৌরনদীতে নাই, চাঁদশী ইউনিয়নে নাই। কোনো কুচক্রী মহল আঙুল তুলে দাঁড়াতে চাইলে ছাত্রলীগ তথা গৌরনদীর সাআরণ জনগণ তাদের চাঁদশীর মাটি থেকে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করবে।'

হারিছ ২০১২ সাল থেকেই গৌরনদী পৌর মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাআরণ সম্পাদক। তৃতীয় আপে এখানে ভোট গ্রহণ করা হবে ২৯ মে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২ মে। উপজেলা চেয়ারম্যান হারিছের বিশেষ গুণ হলো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া। বিএনপির অনেক নেতার দোকানে তালা ঝুলিয়ে তিনি পরে তাদের আপসরফা করতে বাধ্য করেছেন।

৩.

আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখাতে পারলেও উপজেলায় পারছে না। ৮ মের উপজেলা নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেন ২৫ জন। বাগেরহাট সদর, মুন্সিগঞ্জ সদর, মাদারীপুরের শিবচর ও ফেনীর পরশুরাম উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে সবাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। পরবর্তী তিন আপেও আমরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক নির্বাচিত প্রতিনিধি পেতে যাচ্ছি। সব উপজেলায় এই পদ্ধতি চালু হলে নির্বাচন কমিশনেরই প্রয়োজন হবে না।

সহকর্মী প্রণব বল চট্টগ্রাম থেকে রাউজান মডেল নিয়ে লিখেছেন, ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাউজান থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এর পর থেকে রাউজানে স্থানীয় সরকারের প্রায় সব পর্যায়ের নির্বাচনে বিনা ভোটের প্রচলন শুরু হয়।

২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত ১৪টি ইউপি নির্বাচনের মধ্যে ১১ টিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২০২১ সালে ১৪ ইউনিয়নের সব কটিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান ও সাআরণ সদস্যরা নির্বাচিত হন। একই বছর পৌরসভা নির্বাচনেও পৌর চেয়ারম্যান ও সাআরণ সদস্যরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। গত উপজেলা নির্বাচনে এই মডেল বাগেরহাট ও ফেনীসহ আরও কয়েকটি জেলায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

৪.

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মন্ত্রী ও এমপির স্বজনদের নির্বাচন না করার নির্দেশ দেওয়ার পরও তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছেন। কেননা তাঁরা জানেন, দল যে সিদ্ধান্তই নিক না কেন, একবার নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁদের বিরুদ্ধে দল ব্যবস্থা নিতে পারবে না।

আর মন্ত্রী-এমপির স্বজন তো কেবল উপজেলা নির্বাচনে নেই, সিটি করপোরেশনে আছেন, পৌরসভায় আছেন, জেলা পরিষদে আছেন, ইউনিয়ন পরিষদে আছেন। আবার বেছে বেছে অনেক প্রতিষ্ঠানে তাঁদের বসানো হয়েছে। সেসব স্থানে মন্ত্রী-এমপিদের প্রভাব বিস্তারের প্রশ্ন না থাকলে উপজেলায় কেন আসবে?

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে মোকাবিলা না করে এখন নিজেরা নিজেদের মোকাবিলা করছেন। জাতীয় নির্বাচনের পর উপজেলা নির্বাচনেও তারা আরেকটি প্রীতি ম্যাচ খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সত্যিকার 'ম্যাচটি' কবে হবে?

সোহরাব হাসান : প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক ও কবি

জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে আওয়ামী লীগের দ্বিচারিতা

মহিউদ্দিন আহমদ

ক্ষমতার দম্ভ মানুষকে অন্ধ করে দেয়। কিন্তু প্রলয় বন্ধ থাকে না। সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সরকার প্রথমে বুঝতে পারেনি কিংবা বুঝতে চায়নি। একচেটিয়া ক্ষমতার চর্চা করতে করতে ক্ষমতাসীন দল এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে সেখানে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি কাজ করছে না। ফলে বেসামাল হয়ে দলের নেতারা উলটাপালটা বলছেন।

সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলন গণবিদ্রোহে পরিণত হয়েছে। নানা পদ, পদক ও ইহজাগতিক সুবিধা পাওয়া মোসাহেবরা তাঁদের আখের নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় মরণকামড় দিচ্ছেন। লাঠিয়াল আর রাষ্ট্রীয় বাহিনী দিয়েও বিদ্রোহ সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। ঠিক এ সময় তাঁরা বের করলেন আরেকটা তাস। প্রথমে বললেন, সবকিছুর পেছনে বিএনপি-জামায়াত। তারপর বললেন, তারেক রহমানের নির্দেশে দেশে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হচ্ছে। এখন খড়্গ উঠেছে জামায়াত-শিবিরের দিকে। বিএনপিকে তো নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। জামায়াত নিষিদ্ধ হয়েছে। এটা সহজ। কারণ, দলটি নৈতিক বৈধতা হারিয়েছিল ১৯৭১ সালেই।

জামায়াতের প্রতি আমার কোনো অনুরাগ-বিরাগ নেই। ইতিহাস বলে, মুসলিম লীগ, পিডিপি, নেজামে ইসলাম পার্টি, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী আমাদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে। একাত্তরে পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরোচিত গণহত্যা, নারী নির্যাতনসহ মানবতাবিরোধী অনেক অপরাধের সহযোগী হিসেবে তাদের ভূমিকা আমাদের জানা। আমরা একাত্তর দেখেছি।

বাহাত্তর সালে এসব দলের লোকেরা অনেকে গ্রেপ্তার হয়। অনেকে পালিয়ে যায়। বাহাত্তরের সংবিধানে ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতি নিষিদ্ধ হয়। তবে 'অসাম্প্রদায়িকতা' শব্দটি সংবিধানে জায়গা পায়নি। তার বদলে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে আমরা পেলাম 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। এর মানে হলো রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে বাড়তি সুবিধা দেবে না। ফলে যা হওয়ার তা-ই হলো। বেতার-টিভিতে আর রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে একসঙ্গে পবিত্র কোরআন, গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটক পাঠ চালু হলো। অসাম্প্রদায়িকতার চর্চা হলো না। পরে আমরা দেখেছি, দেশের প্রধান দলগুলো প্রায় সবাই কমবেশি সাম্প্রদায়িকতা লালন করেছে।

১৯৭৬ সালে এক সামরিক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সুযোগ করে দেওয়া হলো। তারপর জন্ম নিল বিএনপি। জামায়াতে ইসলামী আবার চলে এল দৃশ্যপটে। আওয়ামী লীগ যে একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করে আসছিল, তা আর থাকল না। তার প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়ে গেল। আর কে না জানে, আমাদের দেশের রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপটি বড়ই কুৎসিত। এখানে খিস্তিখেউড়, মিটিং ভাঙা, মারামারি, খুনোখুনি–সবই জায়েজ। যখন যে দল ক্ষমতায় গেছে, তখন সেই দল আজীবন ক্ষমতায় থাকার জন্য হেন চালাকি নেই, যা করেনি। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না।

১৯৮২ সালে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা হাতে নিলেন। তিনি নির্বাচনের টোপ দিলেন। ১৯৮৩ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকার বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ চত্বরে এক জনসভায় জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির আব্বাস আলী খান 'কেয়ারটেকার সরকার'-এর অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান। তার পর থেকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলের জোট, বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলের জোট আর জামায়াত অভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে যুগপৎ আন্দোলন করেছে। শত্রু যখন 'কমন', তখন 'রাজাকার', 'মুক্তিযোদ্ধা' সব এক কাতারে। একাত্তরের স্মৃতি তাদের মাথায় আর নেই। কে আর ইতিহাস আঁকড়ে থাকতে চায়। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনই মুখ্য।

১৯৮৬ সালে যখন সংসদ নির্বাচন হয়, তখন বিএনপি নির্বাচন বর্জন করে। তার সঙ্গী হয় ১৫ দলের জোট থেকে বেরিয়ে আসা ৫টি বাম দল। আওয়ামী লীগ তার সমমনাদের নিয়ে এই নির্বাচনে যায়। সঙ্গী হয় জামায়াত। ওই নির্বাচনে জামায়াত স্বাধীন বাংলাদেশে 'দাঁড়িপাল্লা' প্রতীক নিয়ে প্রথমবার নির্বাচন করে ১০টি আসন পায়। ফলে কী হয়? এরশাদের সামরিক শাসন বৈধ হয়। সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বৈধতা পেয়ে যায় জামায়াত। আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াতের সদস্যরা এক ছাদের নিচে বসে আইন তৈরির ছাড়পত্র পান। তার পর থেকে তাঁরা একসঙ্গেই।

১৯৮৮ সাল থেকে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে জোয়ার আসে। তখন সবাই মিলেঝুলে 'যুগপৎ' আন্দোলন করে। এরশাদের পতন হয়। ১৯৯১ সালে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের অন্তর্বর্তী সরকারের পরিচালনায় সংসদ নির্বাচন হয়। বিএনপির সঙ্গে একটা গোপন সমঝোতা করে জামায়াত সংসদে ১৮টি আসন পায়। বিএনপি সরকার গঠন করে। খালেদা জিয়া হন দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী।

বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের মধুচন্দ্রিমা বেশি দিন টেকেনি। আওয়ামী লীগ বছরখানেকের মধ্যেই সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করে দেয়। সঙ্গী হয় জামায়াত। আওয়ামী লীগের একটা হিসাব ছিল। তারা দেখল, বিএনপি ও জামায়াত একসঙ্গে থাকলে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ ফকফকে। সুতরাং এই জোট ভাঙতে হবে। অন্যদিকে জামায়াত তার বৈধতা আরও পাকাপোক্ত করতে চাইল আওয়ামী লীগের সার্টিফিকেট। তাদের সঙ্গে জুটে গেল এরশাদের জাতীয় পার্টি। আন্দোলনে বিএনপি সরকার বাধ্য হয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচনের ব্যবস্থাসংবলিত সংশোধন আনল সংবিধানে। ১৯৯৬ সালে হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচন।

দেশের মানুষ মনে করে, বিএনপি হলো মুসলমানের দল। আওয়ামী লীগও মুসলমানের দল হওয়ার জোর চেষ্টা চালাল। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা ধর্মের পোশাক ধরলেন। সিলেটে হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করে শুরু করলেন নির্বাচনী প্রচার। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হলেন। জামায়াতের সুবিধা হলো না। বিএনপির ছাতা মাথার ওপর না থাকায় তাদের কপালে জুটল মাত্র তিনটি আসন।

দুই বছর না যেতেই আবার সরকার পতনের আন্দোলন। এবার বিএনপি-জামায়াত একসঙ্গে। আরও দুটি দল নিয়ে তারা করল চারদলীয় জোট। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন ২০০১ সালে হলো নির্বচন। চারদলীয় জোট পেল বিরাট জয়। খালেদা জিয়া আবার প্রধানমন্ত্রী হলেন। মন্ত্রিসভায় জায়গা পেলেন জামায়াতের দুই নেতা মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ।

জামায়াতে ইসলামী আছে ভারত ও পাকিস্তানে। উপমহাদেশে এই প্রথমবারের মতো জামায়াত একটি দেশে (বাংলাদেশে) সরকারের অংশীদার হতে পারল। এটা একটা রেকর্ড। স্বাধীনতাবিরোধী এই দল এত দূর আসতে পেরেছে বড় দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রশ্রয় ও আনুকূল্য পেয়ে। ক্ষমতার জন্য তো মানুষ শয়তানের সঙ্গেও আঁতাত করে।

একটা বিষয় পরিষ্কার–জামায়াতের সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দ্বন্দ্ব অবৈরী। বিএনপির সঙ্গে আওয়ামী লীগের দ্বন্দ্ব হলো বৈরী। জামায়াত যদি বিএনপির সঙ্গে যায়, তাহলে ক্ষমতার সমীকরণে আওয়ামী লীগের অসুবিধা অনেক। তারা একসঙ্গে না থাকলে আওয়ামী লীগের আপত্তি নেই। বিএনপি-জামায়াত জোট ভাঙার চেষ্টা হয়েছে অনেক। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ সরকার যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের বিচার ও চরম দণ্ড দেয়। তাতেও জামায়াতকে নমনীয় করা যায়নি।

সম্প্রতি ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশ উত্তাল হয়েছে। কোটা সংস্কারের আবরণে প্রকাশ ঘটেছে নির্যাতনের শিকার ছাত্রদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের। তাদের পিটিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তারা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। তাদের প্রতি সংহতি জানিয়েছে জনসাধারণ। ক্ষমতাসীন দল ও তাদের সুবিধাভোগী ছাড়া আর প্রায় সবাই ছাত্রদের পক্ষে। ক্রমে এটি রূপ নিয়েছে গণবিদ্রোহের। সরকার নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা চালাচ্ছে। নির্বিচার গুলি করে শিশু, নারীসহ অনেক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ১৮৫৭-৫৮ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মাঝরাতের আগে অল্প কয় দিনে এত মানুষকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করার নজির নেই।

আমাদের বুঝতে হবে, দেশ স্বাধীন হলেই মানুষ স্বাধীন হয় না। বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের অন্তর্বর্তী সরকারের তিন মাস ছাড়া আমরা কখনো সত্যিকারের স্বাধীনতার স্বাদ পাইনি। ১৯৭২ থেকেই দেশে চলছে এক ব্যক্তির শাসন। আমরা এখন অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ। কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক এ অবস্থা মেনে নিতে পারেন না। ব্যক্তি ও পরিবারের ক্ষমতার খায়েশ আর খামখেয়ালির জন্য পুরো জাতি কেন বারবার মূল্য দেবে? শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের চরম মুহূর্তে সরকার জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করল। ছাত্রদের একটি যৌক্তিক আন্দোলনকে জামায়াতের ষড়যন্ত্র হিসেবে প্রচার করার কৌশল নেয় সরকার। জামায়াত নিষিদ্ধ হয়েছে, তাতে কিছু যায়-আসে না। কিন্তু সরকারের দ্বিচারিতা এখানে স্পষ্ট। স্বাধীনতাবিরোধিতার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার দলটিকে নিষিদ্ধ করেনি। নিষিদ্ধ করেছে মানুষের নজর মূল সমস্যা থেকে অন্যদিকে ফেরাতে। নিজেদের দ্বারা পরিচালিত 'গণহত্যা' চাপা দিতে। এই উদ্দেশ্য না বোঝার কারণ নেই। মানুষ এত নির্বোধ নয়।

মহিউদ্দিন আহমদ লেখক ও গবেষক

বিজয়ী 'বিকল্প নেতৃত্ব' ও করণীয়

আবুল কালাম আজাদ

বিকল্প একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। বিকল্পের জন্য কোনোকালে জগতের কোনো কিছু আটকে থাকেনি। থাকেও না। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঘটনা পরম্পরায় যখন ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিল, তখন এর পরিণতিতে বর্তমান সরকার ও শেখ হাসিনার বিকল্প নেতৃত্ব নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। কে হবেন বিকল্প নেতৃত্ব- এমন প্রশ্নকারীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, আন্দোলনকারীদের এই প্রশ্ন তুলে হতাশ করে দেওয়া যে, এই আন্দোলনের নেতা কে? বর্তমান সরকারের পতন হলে নেতা কে হবেন ইত্যাদি। অতএব শেখ হাসিনাতে ভরসা রাখার কোনো বিকল্প নেই। আরেকটি অংশ ছিল, যারা আসলেই নেতৃত্বের হতাশায় ভুগতেন। তারা ছাত্র-জনতা আন্দোলনের পরিণতিতে কোনো নেতৃত্ব দেখতে পেতেন না।

কিন্তু বিজয়ী গণআন্দোলন প্রমাণ করেছে, বিকল্প নেতৃত্ব নিয়ে চিন্তাকারী উভয় পক্ষই প্রথাগত পথে হেঁটেছেন। দেখিয়েছে যে, আন্দোলন সবসময় প্রথাগত পথে হাঁটতে চায় না। আর কোটা সংস্কার আন্দোলন শুধু কোটা নয়, সবকিছুর সংস্কার চেয়েছে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, রাষ্ট্রের কাঠামোগত ও গুণগত সংস্কার বা পরিবর্তন চেয়েছে। তাই এর নেতৃত্বও প্রথাগত নয়। কোনো ব্যক্তিবিশেষের ওপর এর নেতৃত্ব নির্ভরশীল নয়। তারা যৌথ নেতৃত্বের চর্চা করছেন। তা ছাড়া গণঅভ্যুত্থানের প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং উঠবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে গণঅভ্যুত্থানের এই পর্যায়ে গণঅভ্যুত্থানের নেতাদের ওপর আস্থা না রেখে বিকল্পের প্রশ্ন তোলাই অবান্তর। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় ছাত্রদের নেতৃত্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সমন্বয় কমিটি গড়ে উঠেছে। এই সমন্বয় কমিটি এখনও এই আন্দোলনের নেতা, তারাই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। যদিও আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে পারস্পরিক যোগাযোগ রাখতে পারেননি এবং সবার মধ্যে সবসময় সমন্বয় করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাতে তাদের ওপর ছাত্র-জনতার আস্থা এতটুকুও কমেনি। তাদের ঘোষিত কর্মসূচি মেনেই সবাই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছেন।

কোটা সংস্কার আন্দোলন যেভাবে রাষ্ট্র সংস্কারের কথা বলেছে, গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত বিজয়ে তারা যেভাবে নেতা হয়ে উঠেছেন, এটিকে অনেকে ইউটোপিয়ান বা কাল্পনিক চিন্তা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ৩ আগস্টের সমাবেশে সমন্বয় কমিটির একজন নেতা পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন, 'ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থার বিলোপ করতে হবে। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গঠন করতে চাই, এমন একটি রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরি করতে চাই, যেখানে আর কখনও কোনো ধরনের স্বৈরতন্ত্র-ফ্যাসিবাদ ফিরে আসতে না পারে।'

যে কারণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়েও নেতৃত্ব সমন্বয় কমিটির হাতেই রাখতে হবে। নতুন করে সমন্বয় কমিটিতে কাউকে যুক্ত বা বিযুক্ত করা যাবে না। কারণ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সমন্বয় কমিটি ব্যতীত বর্তমান বাংলাদেশে আর কোনো সংগঠিত শক্তি নেই, যাদের ওপর ব্যাপক জনগণের আস্থা আছে। চলমান এই আন্দোলনের স্পিরিট বা চেতনাকে ধারণ করার মতো কোনো একক রাজনৈতিক দল, জোট বা গোষ্ঠীও সম্ভবত নেই। এই স্পিরিট ছাত্ররাই ধারণ করতে পারে এবং ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসেবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয় কমিটি একে সমন্বয় করতে পারে।

এখন কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়করাই ঠিক করবেন ভবিষ্যতের বাংলাদেশ কেমন হবে, কীভাবে চলবে। কোথায় কী পরিবর্তন আনতে হবে। অন্তর্বর্তীকালীন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারটিও তারাই সমন্বয় করতে পারেন। আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার সমন্বয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা যেতে পারে। কারণ, ছাত্র-জনতা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের ব্যতীত আর কারও ওপর আস্থা রাখেন না, আর কারও নির্দেশনা মানছেন না, মানবেন না। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চাইলে বিভিন্ন খাতভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন। যারা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনে দিকনির্দেশনামূলক সহায়তা দেবেন।

দেখা যাচ্ছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারীদের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। মুক্তিযুদ্ধও সংগঠিত হয়েছিল তরুণদের নেতৃত্বে এবং তাদের নেতৃত্বেই দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর নেতৃত্ব প্রধানত তাদের হাতে থাকেনি, যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

আবুল কালাম আজাদ: পরিবেশ ও মানবাধিকার কর্মী

ইসলামী ব্যাংকে বিক্ষোভ

কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ব্যাংকের কার্যালয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছাড়া অন্য কোনো শীর্ষ কর্মকর্তা যাচ্ছেন না। এসব কর্মকর্তার বেশির ভাগই এস আলম গ্রুপের সমর্থনপুষ্ট হিসেবে পরিচিত। ইতিমধ্যে ব্যাংকটির ডিএমডি ও এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল আলমের ব্যক্তিগত সহকারী আকিজ উদ্দিন, ডিএমডি মিফতাহ উদ্দিন ও কাজী মো. রেজাউল করিমের নামফলক ভাঙচুর করেছেন কিছু বিক্ষুব্ধ কর্মকর্তা।
এদিকে গত ৫ আগস্ট ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে স্বেচ্ছায়, জোরপূর্বক ও বাধ্যতামূলকভাবে পদত্যাগে বাধ্য হওয়া কর্মকর্তাদের দ্রুত কাজে যোগদান করতে বলেছে। ফাউন্ডেশনের এক সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, এসব কর্মকর্তার পদত্যাগপত্র বাতিল করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ট্রেনিং সেন্টারসহ আরও কিছু উদ্যোগ রয়েছে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের।
গতকাল ব্যাংকের কিছু কর্মকর্তা যখন বিক্ষোভ সমাবেশ করেন, তখন সিবিএ নেতা আনিসুর রহমান তাঁদের উদ্দেশে বলেছিলেন, ২০১৭ সালের পরে যত নির্বাহী এসেছেন, তাঁরা আর ব্যাংকে ঢুকতে পারবেন না। কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তখন তিনি বলেন, 'আপনারা শান্ত হোন। যে ইসলামী ব্যাংক দখল হয়েছে, তা আবার ফিরে আসবে।'
আনিসুর রহমান বলেন, ২০১৭ সালের পর থেকে পরীক্ষা ছাড়া অনিয়মের মাধ্যমে যেসব নিয়োগ হয়েছে, সেসব নিয়োগ বাতিল করা হবে। একই সঙ্গে ওই সময়ের পরে যাঁদের চাকরি অবৈধভাবে বাতিল করা হয়েছে, তাঁদের চাকরি পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এ ছাড়া গত সাত বছরে যাঁরা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁদের যথাযথভাবে পদোন্নতি দেওয়া হবে।
ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সূত্রে জানা গেছে, ২০১৭ সালে ব্যাংকটির মালিকানা পরিবর্তনের পর গত সাত বছরে অনেক কর্মকর্তাকে জোরপূর্বক চাকরি ছাড়তে বাধ্য করার অভিযোগ রয়েছে। আবার অনেক জুনিয়র কর্মকর্তাকে সিনিয়র পদে বসানো হয়। এ ছাড়া ব্যাংকটি থেকে বড় অঙ্কের অর্থ বের করে নেওয়া হয়েছে

ব্যারিস্টার সুমন এখন কোথায়?

ফেসবুকেও পাওয়া যাচ্ছে না।
সুমনের চেম্বারের এক জুনিয়র বলেন, গত ৪ আগস্ট ব্যারিস্টার সুমনের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তারপর আজ পর্যন্ত বার বার চেষ্টা করেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। তিনি কোথায় আছেন সেটাও জানি না।
উল্লেখ্য, কোটাবিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন ব্যারিস্টার সুমন। সবশেষ তিনি বলেছিলেন, এই আন্দোলন বিএনপি-জামায়াতের দখলে। তারপর সুমনকে তুলোধুনো করেন নেটিজেনরা।

আনজেম চৌধুরীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

যুক্তরাজ্যের আইন ও দণ্ডবিধি অনুযায়ী, আজীবন কারাবাস করতে হবে আনজেম চৌধুরীকে। এমনকি প্যারোলের জন্য আবেদন করার যোগ্যতা তিনি অর্জন করবেন কমপক্ষে ২৮ বছর কারাগারে কাটানোর পর।
পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক আনজেম চৌধুরী যুক্তরাজ্যে আল-মুহাজিরুন নামে একটি সংস্থা পরিচালনা করতেন। উগ্র মৌলবাদী মতাদর্শ প্রচারের অভিযোগে ২০২৩ সালে সংস্থাটি নিষিদ্ধ করে ব্রিটেনের সরকার। ওই বছরই গ্রেপ্তার হন তিনি।
তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার বিচারকাজ চলেছে লন্ডনের উলিচ ক্রাউন আদালতে। মঙ্গলবার যখন রায় ঘোষণা করা হয়, সে সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন আনজেম। রায় ঘোষণার সময় তাকে উদ্দেশ্য করে বিচারক মার্ক ওয়াল বলেন, "আপনি যে ধরনের সংস্থা পরিচালনার জন্য আজ আপনি এখানে, সে ধরনের সংস্থাগুলো বরাবর ধর্মের দোহাই দিয়ে সহিংসতাকে বৈধতা দেয়। এসব সংস্থার সংস্পর্শে যারা আসে, তাদের বেশিরভাগের মনেই এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে জন্মায় যে ভিন্ন মতাবলম্বী এবং অন্য ধর্মের লোকজনের ওপর হামলা করা বৈধ এবং জরুরি। যারা শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে চায়, তাদের জন্য এ ধরনের লোকজন রীতিমতো হুমকি। এ সময় আনজেম চৌধুরীকে কিছু বলতে দেখা যায়নি।
প্রসঙ্গত, যুক্তরাজ্যের এক সময়ের শীর্ষ ইসলামি বক্তা আনজেম চৌধুরী প্রথম সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ারে ভয়াবহ হামলার সমর্থন জানানোর মাধ্যমে। তার কয়েক বছর পর তিনি বলেন, যুক্তরাজ্যের রাজ পরিবারের প্রধান প্রাসাদ ও দপ্তর বাকিংহাম প্যালেসকে মসজিদে রূপান্তর করতে চান তিনি।
ইসলামিক স্টেটকে সমর্থন এবং গোষ্ঠীটির বিরুদ্ধে প্রচারের অভিযোগে ২০১৬ সালে প্রথমবারের মতো গ্রেপ্তার হন আনজেম। প্রায় আড়াই বছর কারাবাসের পর ২০১৮ সালে মুক্তি পান তিনি।
উলউইচ ক্রাউন আদালতের প্রসিকিউটর টম লিটল রয়টার্সকে জানান আনজেম চৌধুরী এবং ওমর বাকরি মোহাম্মদ নামের আরেক প্রচারক যৌথভাবে আল-মুহাজিরুন চালাতেন। ২০১৪ সালে ওমর বাকরি গ্রেপ্তার হওয়ার পর সংস্থাটি একাই পরিচালনা করে আসছিলেন আনজেম। এ সময় আল মুজাজিরুনে তার পদের নাম ছিল 'ভারপ্রাপ্ত আমির'। সূত্র : রয়টার্স

সাউথপোর্টে মসজিদের বাইরে

হয় পুলিশ। ওই এলাকার পরিস্থিতি এখনও থমথমে বলে জানিয়েছে বিবিসি।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীসূত্রে জানা গেছে, এই দাঙ্গাকারীরা ইংলিশ ডিফেন্স লীগ নামের একটি উগ্র ডানপন্থি রাজনৈতিক দলের কর্মী-সদস্য। এই দলটি এর আগেও মুসলিমদের লক্ষ্য করে একাধিকবার হামলা করেছে বলে উল্লেখ রয়েছে পুলিশের রেকর্ডে।
মার্সিসাইড পুলিশের মুখপাত্র এবং অ্যাসিসটেন্ট চিফ কনস্টেবল অ্যালেক্স গস এক বিবৃতিতে বলেন, আজ সন্ধ্যায় সাউথপোর্ট পুলিশকে গুরুতর সহিংসতা মোকাবিলা করতে হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ পুলিশকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। পুলিশ সাহসিকতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করেছে।
দাঙ্গাকারীদের প্রতি কঠোর হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টার্মারও। বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করা এক বার্তায় তিনি বলেন, "সাউথপোর্টের জনগণ এখন আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। আমাদের উচিত তাদের পাশে দাঁড়ানো। যারা শোকার্ত জনগণের একটি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিকে সহিংস ও গুণ্ডামিতে পরিপূর্ণ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" সূত্র : বিবিসি, আলজাজিরা

ট্রাম্পকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী

ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)।
কে এই আসিফ মার্চেন্ট?
আসিফ মার্চেন্টের পুরো নাম আসিফ রাজা মার্চেন্ট। তিনি জন্মসূত্রে পাকিস্তানের নাগরিক।
তার দুজন স্ত্রী রয়েছেন। যার ভিতর একজন পাকিস্তানে এবং আরেকজন ইরানে থাকেন। দুই দেশে তার সন্তান রয়েছে বলেও জানায় ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি।
মার্কিন বিচার বিভাগ আসিফের ভ্রমণ রেকর্ড উল্লেখ করে জানায়, তিনি প্রায়ই ইরান, সিরিয়া, ইরাকে যাতায়াত করেন। আসিফ আমেরিকায় একজন হিটম্যান ভাড়া করেন মার্কিন রাজিনীতিবিদদের হত্যার জন্য, যে তালিকায় নাম ছিল সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পেরও। তবে ভাড়া করা হিটম্যান আমেরিকার সিক্রেট সার্ভিসের লোক ছিল বলে উল্লেখ করেছে এনডিটিভি। তার মাধ্যমেই ধরা পড়েন আসিফ মার্চেন্ট।
আসিফ ভাড়া করা এজেন্টদের বলেন, তিনি গুরুত্বপূর্ণ নথি চুরি করতে চান এবং রাজনৈতিক সমাবেশে বিক্ষোভ করার মাধ্যমে একজন রাজনীতিবিদকে হত্যা করতে চান।
আগস্টের শেষ সপ্তাহ বা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সেই অজ্ঞাত রাজনীতিবিদের নাম প্রকাশের কথা ছিল। এই হত্যাকাণ্ড আসিফ দেশ ছাড়ার পর হওয়ার কথা ছিল বলেও উল্লেখ করে এনডিটিভি।
এই কাজের জন্য ২১ জুন আসিফ অগ্রিম ৫ হাজার মার্কিন ডলার প্রদান করেন হিটম্যানদের। টাকা দেওয়ার পরপরই তিনি দেশ ছাড়ার প্লান করেন এবং ২২ জুলাই দেশ ছাড়ার সময় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী

গঠনের জন্য তাগিদ দিচ্ছে।
বুধবার রাতে এ রিপোর্ট লেখার সময়, ড. ইউনূস ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে তিনি বুধবার দেশের উদ্দেশে রওনা দেন। বৃহস্পতিবার বেলা ২টা ১০ মিনিটে তাঁর ঢাকায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছানোর কথা। ফলে ড. ইউনূসের দেশে ফেরার সময় বিবেচনায় রেখে বৃহস্পতিবার রাত আটটায় বঙ্গভবনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে সরকারি সূত্রগুলো জানিয়েছে।
বুধবার সেনাসদর দপ্তরে সেনাপ্রধান সংবাদ সম্মেলনে জানান, অন্তর্বর্ত্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে মনোনীত ড. ইউনূসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছে এবং শপথ অনুষ্ঠানের বিষয়ে কথা বলেছেন। সরকারের অন্য উপদেষ্টা কারা হবেন, সে ব্যাপারে কিছু বলেননি তিনি।
গত মঙ্গলবার রাতে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে তিন বাহিনীর প্রধানেরা ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের বৈঠকে অধ্যাপক ইউনূসকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করার সিদ্ধান্ত হয়। সেনাপ্রধান বুধবার তাঁর সংবাদ সম্মেলনে সেই সিদ্ধান্তের কথাও তুলে ধরেন।
অন্তর্বর্ত্তীকালীন সরকারে অন্য কারা থাকছেন, সে ব্যাপারে সঠিকভাবে কিছু জানা যাচ্ছে না। তবে বিভিন্ন নামের তালিকা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা আলোচনা রয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ১৫ জনের নামের একটি তালিকা তৈরি করেছে বলে জানা গেছে। ড. ইউনূস দেশে ফেরার পর তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে তালিকাটি চূড়ান্ত হবে।
বিএনপির একাধিক সূত্র জানিয়েছে, ছাত্র আন্দোলনের নেতারা মঙ্গলবার বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে দেখা করে তালিকার বিষয়ে কথা বলেছেন।
অন্তর্বর্তী সরকারে যাদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে
সরকার গঠনের জন্য এরই মধ্যে একটি প্রাথমিক তালিকা রাষ্ট্রপতির কাছে দেওয়া হয়েছে সমন্বয়কদের পক্ষ থেকে। যেখানে ১০ থেকে ১৫ জন রয়েছেন বলে জানা গেছে।
সূত্র মতে তালিকায় থাকা বাকিরা হলেন- ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, আলী ইমাম মজুমদার, ড. শাহ্‌দীন মালিক, ড. তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী, মো. তৌহিদ হোসেন, শহীদুল্লাহ খান বাদল, অধ্যাপক আসিফ নজরুল, আদিলুর রহমান, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, দৈনিক মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী প্রমুখ। এর বাইরে বৈঠকে রাষ্ট্রপতি আরও একজন মুক্তিযোদ্ধাসহ দুজনকে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। আর একজন সংখ্যালঘু ও একজন আদিবাসীও যুক্ত হতে পারেন।
সমন্বয়কদের সূত্রে জানা যায়, ড. ইউনূসের পক্ষ থেকেও তাদের ৩১ সদস্যের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। দেশে ফেরার পর তার সঙ্গে আলোচনা করে

ইলিয়াস আলী সম্পর্কে লোমহর্ষক

কর্মরত ছিলেন বলে উল্লেখ করেন। তবে সোশাল মিডিয়ায় দেওয়া তার এই বর্ণনা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। বলেছেন, ইলিয়াস আলী নিখোঁজ হোন ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল। আর ওই পুলিশ কর্মকর্তা র‍্যাবের সদর দপ্তরে কাজ করেছেন ২০১৪ সাল থেকে ২০১৭ সালে। সুতরাং, তার বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ তিনি ইলিয়াস আলী নিখোঁজ হওয়ার ১ বছর পরে সদর দপ্তরে যোগ দিয়েছেন। তবে এই প্রশ্নের জবাবে কেউ কেউ বলছেন, যদি এই এসআইর বক্তব্য সঠিক হয়ে থাকে তাহলে ইলিয়াস আলীকে ২০১২ সালে তুলে নেওয়া হলেও হয়তো হত্যা করা হয়েছে ২০১৪ সালের পরে।
ভিডিও বার্তায় এসআই মাসুদ আরো বলেন, শুধু ইলিয়াস আলীই নয়, শতশত বিএনপি নেতাকর্মীকে এভাবে নৃশংস কায়দায় হত্যা করা হয়েছে। এসব হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছেন চাকরিচ্যুত কুখ্যাত সেনা কর্মকতা মেজর জিয়াউল আহসান ও র‍্যাবের সাবেক ডিজি পলাতক বেনজীর আহমেদ।
জানা গেছে, ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল মধ্যরাতে রাজধানীর বনানী এলাকা থেকে নিখোঁজ হন বিএনপির তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক ও সিলেট-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এম ইলিয়াস আলী ও তার গাড়িচালক আনসার আলী। পরদিন মহাখালী সাউথ পয়েন্ট স্কুলের সামন থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় তার ব্যবহৃত প্রাইভেটকার উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, সরকার ইলিয়াসকে গুম করে রেখেছে। তার মুক্তি চেয়ে সারাদেশে কর্মসূচি পালন করে বিএনপি। সিলেটেও কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলে দলটি। হরতাল-অবরোধ চলাকালে বিশ্বনাথে পুলিশের গুলিতে মারা যান তিন বিএনপি কর্মী।
শেখ হাসিনার পতনের পর জামায়াতের সাবেক আমির প্রয়াত গোলাম আযমের ছেলে সেনাবাহিনীর সাবেক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুল্লাহিল আমান আযমী ও ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াত নেতা মীর কাসেম আলীর ছেলে মীর আহমাদ বিন কাসেম কথিত 'আয়নাঘর' থেকে মুক্তি পাওয়ায় এম ইলিয়াস আলী ফিরে আসবেন বলে আশায় বুক বেধেছিলেন তার পরিবার। নিজের ফেসবুক আইডিতে ইলিয়াস আলীকে ফেরত চেয়ে এক স্ট্যাটাসে তার সহধর্মিণী তাহসিনা রুশদীর লুনা বলেছেন, 'আমার স্বামীকে ফেরত দিন। আয়নাঘর থেকে অনেকেই ফেরত আসছে। দয়া করে আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিন। আমরা আর কিছুই চাই না।'
এরই মধ্যে বুধবার ফেসবুকে মাসুদ রানা নামে এক সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা ভিডিও বার্তায় জানান, ইলিয়াস আলী আর নেই। তিনি তাঁকে কীভাবে হত্যা

আয়না ঘর থেকে মুক্ত হলেন

কে মিরপুর ডিওএইচএস থেকে এবং এর কয়েকদিন পর ২৩শে আগস্ট আবদুল্লাহিল আমান আযমীকে গুম করা হয় বলে তাদের পরিবারের অভিযোগ। সোমবার রাতে সেনাবাহিনীর সাবেক কয়েকজন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন সময়ে গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজনরা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকার কচুক্ষেতে সমবেত হয়ে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা পরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) 'আয়নাঘরের বন্দিদের' মুক্তির দাবি জানান। এরপরই তারা মুক্ত হয়ে ফিরে আসেন। দু'জনের ফিরে আসার কথা জানিয়ে জামায়াতের ফেসবুকের পোস্টে বলা হয়, 'আল্লাহ তায়ালা যেন সকল গুমকৃতদের আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দেন। এদিকে গতকাল বিভিন্ন বাহিনীর আয়নাঘরে আটক থাকা সকলের মুক্তি দাবি করেছেন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা।
তারা জানিয়েছেন, বিভিন্ন বাহিনীর আয়নাঘরে এখনো অনেকে বন্দি আছেন। তাদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। পাশাপাশি আয়নাঘর নিয়ে বিশেষ তদন্ত কমিশন গঠন ও যারা এসবের সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা। ডিআরইউতে গত ১৬ বছরে 'আয়না ঘরসহ সকল গুমকৃত বন্দিদের মুক্তি দাবি' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে এমন দাবি উত্থাপন করেন সাবেক সেনা কর্মকর্তারা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল হাসিনুর রহমান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. হাসান নাসির, সাবেক রাষ্ট্রদূত মারুফ জামান, লে. ক. ফেরদৌস, মেজর ব্যারিস্টার সারোয়ার হোসেন, মেজর জামিল হায়দার, ক্যাপ্টেন শোয়েব, ক্যাপ্টেন ইমরান, মেজর আতিকুর রহমান, মেজর সাব্বিরসহ অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর সাবেক

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

সাউথপোর্টে মসজিদের বাইরে ভয়াবহ দাঙ্গা : ৩৯ পুলিশ আহত

দেশ ডেস্ক, ৯ আগষ্ট ২০২৪ : ইংল্যান্ডের মার্সিসাইড জেলার সাউথপোর্ট শহরের একটি মসজিদের বাইরের সড়কে সংঘটিত দাঙ্গায় আহত হয়েছেন ব্রিটেন পুলিশের ৩৯ জন কর্মকর্তা ও সদস্য। তাদের মধ্যে অন্তত আটজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গত ২৯ জুলাই সোমবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টা ৪৭ মিনিটে সাউথপোর্টে একটি শিশুদের নাচের কর্মশালায় ছুরি হাতে অতর্কিত হামলা চালায় ১৭ বছর বয়সী এক তরুণ। এতে নিহত হয় ৩ শিশু এবং আহত হয় দুই প্রাপ্তবয়স্কসহ ৯ জন। আহতদের মধ্যে দুই প্রাপ্তবয়স্কসহ ৬ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে বিবিসি। নিহত ও আহত শিশুদের সবার বয়স ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে।

হামলাকারী তরুণকে ইতোমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে। তবে ব্রিটেনের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ওই তরুণের নাম-পরিচয় প্রকাশ করেনি। তবে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে হামলাকারী ওই তরুণ মুসলিম। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিহতদের স্মরণে শোক মিছিল করে ঘটনাস্থলে যান হতাহতদের স্বজন ও সাধারণ লোকজন। সেখানে ফুল, মোমবাতি, খেলনা নিবেদন করেন তারা।

সাউথপোর্টের যে এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে, তার কাছাকাছেই অবস্থিত একটি মসজিদ। হতাহত শিশুদের স্বজনদের শোক মিছিল শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পর একদল দাঙ্গাকারী মসজিদটিকে লক্ষ্য হামলা চালান। এ সময় পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যরা তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার চেষ্টা করলে তাদেরকেও হামলা করেন দাঙ্গাকারীরা। পুলিশকে লক্ষ্য করে অজস্র ইট-পাটকেল ও বোতল ছুড়েছেন তারা। কয়েক ঘণ্টা সংঘাতের পর দাঙ্গাকারীদের সরিয়ে দিতে সক্ষম ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ট্রাম্পকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী কে এই আসিফ মার্চেন্ট?

দেশ ডেস্ক, ৯ আগস্ট ২০২৪ : যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আসিফ মার্চেন্ট নামে এক পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির ইরানের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছে ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

আনজেম চৌধুরীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

দেশ ডেস্ক, ৯ আগস্ট ২০২৪ : সন্ত্রাসবাদে উসকানির দায়ে যুক্তরাজ্যের হাই-প্রোফাইল ইসলাম ধর্ম প্রচারক ও বক্তা আনজেম চৌধুরীকে (৫৭) যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিয়েছেন লন্ডনের একটি আদালত। মঙ্গলবার এই আদেশ দিয়েছেন আদালত। ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk